লং লাইন দ্বারা মৎস্যশিকারে প্রাসঙ্গিক সামুদ্রিক পাখীর মৃত্যুহার কমানোর জন্য আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা

♦

হাঙ্গর সংরক্ষণ এবং তার সুষ্ঠ পরিচালনার ব্যবস্থার জন্য আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা

♦

সামুদ্রিক মৎস্য শিকার ও পরিচালনার ব্যবস্থার জন্য আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা

Food and Agriculture Organization of the United Nations

লং লাইন দ্বারা মৎস্যশিকারে প্রাসঙ্গিক সামুদ্রিক পাখীর মৃত্যুহার কমানোর জন্য আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা

◆

হাঙ্গর সংরক্ষণ এবং তার সুষ্ঠ পরিচালনার ব্যবস্থার জন্য আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা

◆

সামুদ্রিক মৎস্য শিকার ও পরিচালনার ব্যবস্থার জন্য আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা

এই তথ্য জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার অংশ (এফ এ ও এর) কোনো মতামত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে না, উপস্থাপনায় কোনো দেশ, অঞ্চল, আইনি বা উন্নয়ন অবস্থা বিষয়ে উপর শহর বা এলাকা বা তার কর্তৃপক্ষ, বা তার সীমানা বা সীমানা পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে এফএওএর মতামত বা নীতি প্রতিফলিত না। এই নথিতে, এফএও দ্বারা সব কটি বিষয় বা যা কিছু সুপারিশ করা হয়েছে তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পেটেন্ট হয়েছে কিনা বা না নির্দিষ্ট কোম্পানি বা নির্মাতাদের পণ্যর উল্লেখ করা হয়ে থাকেলে তাতে এফ এ ও এর দায়বদ্ধতা নেই। এই তথ্যে উল্লিখিত মতামত লেখক বা লেখক দের যা এফএও এর মতামত বা নীতি হিসাবে গ্রহন করা যাবে না"।

জাতিসংঘ এর খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

রোম ১৯৯৯

M-40 ISBN 92-5-104332-9

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত । এই প্রকাশনার কোন অংশ কপিরাইট মালিকের পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার, একটি সিস্টেমের মধ্যে সংরক্ষিত আহরণ, বা কোন ফর্ম বা যান্ত্রিক ইলেকট্রনিক কোনো উপায়ে, দ্বারা প্রেরিত, ফটোকপি বা অন্যথায়, উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজন অনুযায়ী একটি বিবৃতি দিয়ে পুনরুৎপাদন করা যেতে পারে. যেমন অনুমতির জন্য আবেদনগুলো করতে হবেঃ

পরিচালক, তথ্য বিভাগ, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, Viale delle TERME DI Caracalla, 00100 রোম, ইতালি।.

©FAO 1999

Translation: Dipankar Saha
Translated and Printed by the Bay of Bengal Programme
Inter-Governmental Organisation
December 2014

Bay of Bengal Programme
Inter-Governmental Organisation
91, Saint Mary's Road, Abhiramapuram
Chennai - 600 018, Tamil Nadu, India
Tel: +91-44-24936294, 24936188; Fax: +91-44-24936102
Email: info@bobpigo.org; website: www.bobpigo.org

এই নির্দেশিকাটির প্রস্তুতি করন

এই নির্দেশিকা টিতে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্ম পরিকল্পনা (আই.পি.ও.এ) বর্ননা করা রয়েছে:

- জাহাজের সঙ্গে যুক্ত হুক-দড়ি জাল (লংলাইন) দ্বারা মৎস্য শিকারে প্রাসঙ্গিক সামুদ্রিক পাখীর মৃত্যুহার কমানোর জন্য আন্তর্জাতিক কর্ম পরিকল্পনা।
- হাঙ্গর সংরক্ষণ এবং তার সুষ্ঠ পরিচালনার ব্যবস্থার জন্য আন্তর্জাতিক কর্ম পরিকল্পনা। এবং,
- সামুদ্রিক মৎস্য শিকার ও পরিচালনার ব্যবস্থার জন্য আন্তর্জাতিক কর্ম পরিকল্পনা

১৯৯৭ সালে (COFI) সি.ও.এফ.আই সদস্যরা মনে করেন যে একটি দায়ী মৎস্যচাষ / শিকার ও পরিচালনার জন্য কোড অফ কন্ডাক্ট মেনে চলার জন্য একটি আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রয়োজন হতে পারে যা এই আন্তর্জাতিক কর্ম পরিকল্পনা গুলির(আই.পি.ও.এ) নির্দেশিকা টিতে প্রকাশিত হয়েছে। তিনটি অংশের প্রতিটি বিষয়ের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত উপকরণ হল একটি স্বেচ্ছামূলক আন্তর্জাতিক কর্ম পরিকল্পনা। দুইটি আন্তঃসরকার সভার মাধ্যমে এই গ্রন্থে প্রকাশিত বিষয় গুলি স্থির করা হয় সব এফ এ ও সদস্যদের মধ্যে ১৯৯৮ সালে উপস্থাপিত হয়।এই আন্তর্জাতিক কর্ম পরিকল্পনা গুলি (আই .পি. ও.এ গুলি) ১৯৯৯ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে এফ এ ও র কাউন্সিল কর্তৃক ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ সালে মৎস্য উপর এফ এ ও কমিটির বিশ্ব-তৃতীয় সেশন দ্বারা গৃহীত হয়।

জাপান, নরওয়ে, আমেরিকা সেইসাথে ইউরোপীয় কমিশনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার আন্তঃসরকার মিটিংএর আর্থিক এবং প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম এর সহায়তা করেন।

এফ.এ.ও.

লং লাইন *মৎস্য* শিকারে *সামুদ্রিক পাখী ক্যাচ আনুষঙ্গিক হ্রাস করার জন্য অ্যাকশন আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা. শুধুমাত্র হাঙ্গর সংরক্ষণ এবংপরিচালনার জন্য অ্যাকশন আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাও. মাছধরার ক্ষমতা পরিচালনার জন্য অ্যাকশন আন্তর্জাতিক* কর্ম *পরিকল্পনা. এফ.এ .ও। রোম,.* ১৯৯৯. ৪১ *পৃ.*

সারাংশঃ

যেসব রাষ্ট্র লং লাইন (হূক দড়ি জাল) দ্বারা মৎস্যশিকার জেলেদের জন্য নিয়োজিত,সামুদ্রিক পাখীর মৃত্যুহার কমানোর জন্য আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা (আই.পি.ও.এ-সামুদ্রিক পাখী) তাদের জন্য প্রযোজ্য একটি স্বেচ্ছাকর্মসুচী। স্বেচ্ছাকর্মসুচীটিতে রাষ্ট্রগুলির লংলাইন দ্বারা মৎস্য শিকারে সামুদ্রিক পাখির আনুষঙ্গিক ক্যাচ রোধএর বাস্তবায়নে যা কার্যক্রম নেওয়া হবে অথবা আদৌ এই সমস্যা বিদ্যমান কিনা তার একটি মূল্যায়ন করা সম্বন্ধে নানানপদ্ধতি ব্যক্তকরেছে। সেইসাথে লং লাইন মৎস্যশিকারের জন্য সামুদ্রিক পাখী এর আনুষঙ্গিক ক্যাচ হ্রাস পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয়তা জাতীয় সামুদ্রিক পাখীর মৃত্যুহার কমানোর জন্য একটি জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (এন.পি.ও.এ-সামুদ্রিক পাখী) গ্রহণ করবেন। এই কর্মের বিশেষ ব্যবস্থা যা একটি ক্যালেন্ডার বছরে গ্রহণ করা হয়েছেবা করা উচিত এই প্রতিবেদনে তাই নির্দেশিত হয়েছে।

এছাড়াও আই.পি.ও.এ-সামুদ্রিক পাখী মধ্যে রাষ্ট্রএর সামুদ্রিক পাখী এন.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখী অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিবেচনা করা উচিত বিশেষ করে যাদের লং লাইন মৎস্যশিকারে সামুদ্রিক পাখীর সামুদ্রিক পাখী এর আনুষঙ্গিক ক্যাচ সমস্যা আছে তাদের উচিত তার উপযুক্ত প্রশমন ব্যবস্থা নির্ধারণ করা যা এই বিবরণে সংক্ষিপ্ত ভাবে উপলব্ধকরা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রশমন ব্যবস্থা ব্যবহার বা বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে আছে এমন কিছু তথ্যর বর্ণনা এখানে করা হয়েছে, সঙ্গে উপযুক্ত তথ্য সুত্র প্রদান করা হয়েছে।

আই.পি.ও.এ-হাঙ্গর যা সব রাষ্ট্রএর হাঙ্গর মৎস্যশিকারে নিয়োজিত জেলেদের জন্য প্রযোজ্য একটি স্বেচ্ছাকর্মসুচী।লেখাটি রাষ্ট্রগুলির হাঙ্গর শিকারে নিয়োজিত হাঙ্গরের আনুষঙ্গিক ক্যাচ রোধ এর বাস্তবায়নে যা কার্যক্রম নেওয়া হবে অথবা আদৌ এই সমস্যা বিদ্যমান কিনা তার একটি মূল্যায়ন করা সম্বন্ধে নানান পদ্ধতি ব্যক্ত করেছে। প্রতিবেদনটিতে শুধু মাত্র হাঙ্গর সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মের একটি জাতীয় পরিকল্পনা (এন.পি.ও.এ-হাঙ্গর) গ্রহণ, যাতে রাষ্ট্র হাঙ্গর এর বিদ্যমান সংরক্ষনের মূল্যায়ন সহ বাস্তবায়নে কার্যক্রম যা করা হচ্ছে, তার জাতীয় স্তরে পর্যালোচনা *এবং প্রতিবেদনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা ব্যক্ত করেছে।এই কর্মের বিশেষ ব্যবস্থা যা একটি ক্যালেন্ডার বছরে গ্রহণ করা হয়েছে বা করা উচিত এই প্রতিবেদনে তাই নির্দেশিত হয়েছে।*

আই.পি.ও.এ- ক্যাপচার মৎস্যশিকারে নিয়োজিত সব রাষ্ট্রএর জন্য প্রযোজ্য সামুদ্রিক মৎস্য শিকার ও পরিচালনার ব্যবস্থার জন্য আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা একটি স্বেচ্ছাকর্ম পরিকল্পনা। নির্দেশিকার প্রথম অংশ কর্ম, নিম্নরেখাঙ্কিত নীতির আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা প্রকৃতি এবং সুযোগ বর্ণনা করে এবং আই.পি.ও.এ উদ্দেশ্য সংজ্ঞায়িত করে. এবং বাকি অংশ জরুরী কর্ম বর্ণনা করে এবং বাস্তবায়নে যে সব উন্নীত প্রক্রিয়া তারউল্লেখ করা হয়েছে. জরুরী কর্ম মূল্যায়ন এবং মাছ ধরার ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ এবং প্রস্তুতি এবং জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অন্তর্ভুক্ত, বাস্তবায়ন উন্নীত প্রক্রিয়া, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং এফ এ ওর ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে. ক্যালেন্ডার বছর যে প্রস্তাবিত কর্ম সম্পন্ন করা উচিত তা, সনাক্ত করা হয়েছে ।

বিষয়বস্তুঃ

পৃষ্টাঃ

১। লং লাইন (জাহাজের সঙ্গে যুক্তহুক দড়ি জাল)
দ্বারা মৎস্য শিকারে প্রাসঙ্গিক সামুদ্রিক পাখীর মৃত্যুহার
কমানোর জন্য আন্তর্জাতিক কর্ম পরিকল্পনা। 6

২। হাঙ্গর সংরক্ষণ এবং তার সুষ্ঠ পরিচালনার ব্যবস্থার জন্য
আন্তর্জাতিক কর্ম পরিকল্পনা। 20

৩। সামুদ্রিক মৎস্য শিকার ও পরিচালনার ব্যবস্থার জন্য
আন্তর্জাতিক কর্ম পরিকল্পনা । 30

লং লাইন দ্বারা মৎস্য শিকারে প্রাসঙ্গিক সামুদ্রিক পাখীর মৃত্যুহার কমানোর জন্য আন্তর্জাতিক কর্ম পরিকল্পনা।

ভূমিকাঃ

১। বিশ্বের বিভিন্ন বাণিজ্যিক জাহাজের সঙ্গে যুক্ত (লং লাইন জাল) হূক দড়ি জাল দ্বারা মৎস্য ধরা হচ্ছে এর ফলে আনুষঙ্গিক ভাবে সামুদ্রিক পাখীর শিকার উল্লেখ্য, এবং উদ্বেগজনক, এই আনুষঙ্গিক শিকার এর প্রভাব মাছ ধরার উৎপাদনশীলতা এবং লাভজনকতা উপর একটি বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। সরকারী, বেসরকারি সংস্থা, এবং বাণিজ্যিক মৎস্য সমিতি এই (সামুদ্রিক পাখীর শিকার) সম্পর্কে উদ্বিগ্ন যার ফলে এই সংস্থা দের পক্ষ থেকে লং লাইন জাল মৎস্য শিকারে সামুদ্রিক পাখীর মৃত্যুহার কমাতে ব্যবস্থা জন্য আবেদনও করা হয়েছে।

২। মহাসাগরেরর কিছু বিশেষ অংশে যেখানে মূল লং লাইন জাল দ্বারা মৎস্য শিকার করা হয় সেখানে টুনা, শোর্ড মাছ, সামুদ্রিক বিলমাছ (billfish) ধরা হয়। উত্তর মহাসাগরে পাতাগোনিয় মাছ, দক্ষিণ মহাসাগরে টুথ মাছ (toothfish), হালিবাট, কালো কড মাছ, প্রশান্ত মহাসাগরের কড মাছ, গ্রীনল্যান্ড উত্তর আটলান্টিক এ হালিবাট, হ্যাডক টাস্ক, লিঙ্ক জাতীয় মৎস্যবিশেষ শিকার করা হয়।প্যাসিফিক এবং আটলান্টিক মহাসাগরে মৎস্য শিকারে সবচেয়ে বেশী পরিমানে যে সমস্ত প্রজাতির সামুদ্রিক পাখী ক্ষতিগ্রস্থ হয় তারা হল এল্বাট্রস (albatrosses) এবং পেট্রেল পাখী (petrels) দক্ষিণ মহাসাগরে এল্বাট্রস, উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে উত্তর ফুল্মার পাখী (fulmars) প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে গাংচিল/সী গাল এবং ফুল্মার পাখী (fulmars) ।

৩। দক্ষিণসামুদ্রিক শিকার ও দক্ষিণ মহাসাগর মধ্যে বাণিজ্যিক মৎস্য শিকার করার সময় যাতে সামুদ্রিক পাখীর আনুষঙ্গিক শিকার কমাতে বা সেগুলিকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজনে দি কমিশন ফর দি কনসারভেশন অফ আন্টার্টিক মেরিন লিভিং রিসোর্সেস (সি.সি.এ.এম.এল.আর) স্থাপিত হয়। ১৯৯২ সালে এই কমিশন তার ২৩ সদস্য দেশ এর জন্য সামুদ্রিক পাখীর আনুষঙ্গিক শিকার প্রশমন এর ব্যবস্থা গৃহীত করেন।

৪। দক্ষিন ব্লুফিন টুনা সংরক্ষণ , দক্ষিন ব্লুফিন টুনা সংরক্ষন সংস্থা (সি.সি.এস.বি.টি) এর পৃষ্ঠপোষকতায়, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং নিউজিল্যান্ড কমিশনের অধীনে একটি অনুধ্যান

করেন এবং ১৯৯৪ সাল থেকে সামুদ্রিক পাখীর আনুষঙ্গিক ভাবে শিকার প্রশমন এর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ১৯৯৫ সালে দক্ষিন ব্লুফিন টুনা সংরক্ষন সংস্থা লং লাইন মাছ শিকারের দ্বারা সামুদ্রিক পাখীর আনুষঙ্গিক মৃত্যুহার সহ পরিবেশগত সম্পর্কিত বিভিন্ন পক্ষীপ্রজাতির সংরক্ষণ সংক্রান্ত একটি সুপারিশ গৃহীত হয়। এই সুপারিশ এ তথ্য এবং তথ্য সংগ্রহের উপর একটি নীতি এবং প্রশমন ব্যবস্থা, সেইসাথে শিক্ষা, তথ্য আদান এর সব শর্ত দেওয়া হয়েছে। দক্ষিন ব্লুফিন টুনা সংরক্ষন সংস্থা এর সদস্য দেশগুলির সামুদ্রিক পাখী ভীতি প্রদর্শনের জন্য ভীতি প্রদর্শন লাইন এ টোরি খুঁটিব্যবহার তাদের মৎস্যশিকারে বাধ্যতামূলক করেছেন।

৫। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে তাদের বেরিংসাগর / আলেউত দ্বীপপুঞ্জ এবং আলাস্কা উপসাগর গ্রাউন্ডমাছএর লংলাইন জাল মৎস্যশিকারে সামুদ্রিক পাখীর শিকার আনুষঙ্গিক ভাবে হ্রাস করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন। এছাড়াও ১৯৯৮ হ্যালিবাট মৎস্য শিকারের ক্ষেত্রে সামুদ্রিক পাখী শিকার আনুষঙ্গিক ভাবে হ্রাস করার প্রবিধান করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার হাওয়াইয়ান সামুদ্রিক লং লাইন জাল এ মৎস্য শিকারে বর্তমানে সামুদ্রিক পাখী্র আনুষঙ্গিক ক্যাচ প্রশমিত ব্যবস্থা যাতে উন্নয়নশীল হয় তার ব্যাবস্থা গ্রহন করেছেন। বিভিন্ন দেশের নানান বাণিজ্যিক লং লাইন জাল, এবং সাধারন লং লাইন জাল মৎস্য শিকারে সামুদ্রিক পক্ষীপ্রজাতির শিকার রোধ ও সংরক্ষণ জন্য একইভাবে অনুরূপ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

উৎসঃ

৬। লং লাইন জাল মৎস্যশিকার জন্য সামুদ্রিক পাখী দের মৃত্যু এবং জনগনের উপর তার সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে একটি বর্ধিত সচেতনতা লক্ষ্য করে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফ এ ও) ২২ তম অধিবেশনে ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি (কমিটি অন ফিসারিস-সি.ও.এফ.আই) সংগঠিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবনায় যেমন আনুষঙ্গিক ক্যাচ কমানোর জন্য একটি নেতৃস্থানীয় নির্দেশিকা ও একটি কর্মপরিকল্পনা তৈ্রীর কথা ঠিক হয়েছিল এর জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ নিয়ে পরবর্তী অধিবেশনে আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়।

৭। লং লাইন মৎস্য শিকারে সামুদ্রিক পাখীর আনুষঙ্গিক ক্যাচ হ্রাস করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা- সামুদ্রিক পাখী (আই.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখী) ১৯৯৮ সালের ২৫-২৭ মার্চ টোকিও তে একটি প্রযুক্তিগত ওয়ার্কিং গ্রুপের সভায় তৈ্রী হয়। ১৯৯৮ সালের

২২-২৪ জুলাই রোম এ উপকূলীয় জমিতে মাছধরার পরিমান, হাঙ্গর মৎস্য ম্যানেজমেন্ট এবং লং লাইন মৎস্যশিকারে সামুদ্রিক পাখীর মধ্যে আনুষঙ্গিক ক্যাচ এর উপর প্রকৃতি এবং সুযোগ সংক্রান্ত প্রস্তুতিমূলক সভা এবং ১৯৯৮ সালের ২৬-৩০শে অক্টোবরেএকটি পরামর্শ মুলক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকৃতি এবং সুযোগ

৮। আই.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখী একটি স্বেচ্ছা নির্দেশিকা যার দ্বারা কর্মপরিকল্পনা হিসাবে মৎস্যশিকারের কোড অফ কন্ডাক্ট এর কাঠামোর মধ্যে , ধারা ২ (ঘ) এ এটির দায় ও কাজ বর্ণনা করা হয়েছে। এই স্বেচ্ছা নির্দেশিকায় কোড অফ কন্ডাক্ট ধারা ৩ এর বিধান ব্যাখ্যা এবং আবেদন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক অংশগ্রহনকারীর সঙ্গে তার সম্পর্ককে বর্ণনা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল রাষ্ট্রকে তা বাস্তবায়ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

৯। আই.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখী , লং লাইন জাল আচারবিধি যে সকল রাষ্ট্র এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল (ই.ই.জেড) এবং দূরসমুদ্র যেখানে লং লাইন মৎস্যশিকার তাদের নিজস্ব বা বিদেশী জাহাজ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে তাদের জন্য প্রযোজ্য।

উদ্দেশ্যঃ

১০। আই.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখীর উদ্দেশ্য বিশেষ করে কোড অফ কন্ডাক্ট এর ধারা ৭.৬.৯. এবং ৮.৫ উদ্দেশ্য হল এই পরিস্থিতিতে যেখানে লং লাইন জাল মৎস্যশিকার হচ্ছে সেখানে সামুদ্রিক পাখী এর আনুষঙ্গিক ক্যাচ হ্রাস যেন গ্রহণ করা হয়।

বাস্তবায়নঃ

১১। আই.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখী বাস্তবায়নে রাষ্ট্রএর একটি কার্যক্রমসূচী চালান উচিত। এই প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমসূচী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একত্রে উপযুক্ত ভাবে সম্পন্ন করতে হবে। সঠিক কার্যক্রমসূচী লং লাইন জাল মৎস্যশিকার সামুদ্রিক পাখীর আনুষঙ্গিক ক্যাচ একটি মূল্যায়ন উপর ভিত্তি করে করা হবে।

১২। লংলাইন মৎস্য শিকার এর সঙ্গে যুক্ত রাষ্ট্ররা সামুদ্রিক পাখী এর আনুষঙ্গিক ক্যাচ একটি বিদ্যমান সমস্যা কিনা তার একটি মূল্যায়ন করবেন। এই সমস্যা উপস্থিত থাকলে, রাষ্ট্র এর লং লাইন মৎস্যশিকার এর আনুষঙ্গিক ক্যাচ হ্রাস করার জন্য একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবেন (এন.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখী) । ("**লং লাইন মৎস্যশিকারে**

(এন.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখী) **মধ্যে** সামুদ্রিক পাখী **প্রাসঙ্গিক ক্যাচ হ্রাস করার জন্য কর্মের একটি জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়নশীল প্রযুক্তিগত উল্লেখ্যঃ** সংক্রান্ত নোট" নিচে দেখুন)। রাষ্ট্রর এন.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখী্র উন্নয়নশীল অভিজ্ঞতা এফ এ ও বিশেষজ্ঞদের একটি তালিকা উপযুক্ত হিসেবে বিবেচনায় নেওয়া হবে এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং এন.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখী উন্নয়নের সঙ্গে সংযোগ ব্যবহারের জন্য দেশে কারিগরি সহযোগিতায় একটি প্রক্রিয়া প্রদান করা উচিত।

১৩। যে সকল রাষ্ট্র মনে করেন বিদ্যমান মৎস্যশিকার ও / বা নতুন লং লাইন জাল মৎস্য শিকার উন্নয়নে এন.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখীর প্রয়োজন নেই তাদের বিশেষ করে মৎস্য অ্যাকাউন্ট পরিবর্তন একটি নিয়মিত ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করা উচিত। পরবর্তী মূল্যায়ন উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রে যদি এই সমস্যা বিদ্যমান হয় তাহলে তারা এন.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখী বাস্তবায়ন এর অনুচ্ছেদ ১২ বিবেচ্য পদ্ধতি দুই বছরের মধ্যে অনুসরণ করবেন।

১৪। এন.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখী এর মূল্যায়ন প্রতিটি প্রাসঙ্গিক রাষ্ট্র এর একটি অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ।

১৫। প্রতিটি রাষ্ট্র তার এন.পি.ও.এসামুদ্রিক পাখীর নকশা, বাস্তবায়ন এবং নিরীক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ।

১৬। যে রাষ্ট্র স্বীকার করে যে লং লাইন মৎস্য শিকার অনন্য এবং উপযুক্ত তার সংশ্লিষ্ট মৎস্যশিকার সরাসরি মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রশমন ব্যবস্থা সনাক্তকরণ ও অর্জন করা সম্ভব। কিছু লং লাইন মৎস্যশিকার এ যেখানে সামুদ্রিক পাখী এর আনুষঙ্গিক ক্যাচ ঘটে সেখানে যে প্রশমন ব্যবস্থার কারিগরী ও উন্নয়ন কর্মক্ষম বা যা বর্তমান তা নথিভূক্ত করতে হবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রর দ্বারা উন্নত ব্যবস্থার এই নথিতে (লং লাইন মৎস্য শিকারে সামুদ্রিক পাখী এর আনুষঙ্গিক ক্যাচ হ্রাস করার জন্য কর্মের একটি জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়নশীল উপর প্রযুক্তি সংক্রান্ত নোট) এই প্রযুক্তি সংক্রান্ত নোট মধ্যে তালিকাভুক্ত করা হয়। এই তালিকা উন্নত করা হতে পারে যাতে নিযুক্ত রাষ্ট্রের অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত ক্ষুণ্ণ হবে না। বর্তমানে ব্যবহৃত বা উন্নয়ন অধীনে প্রশমন ব্যবস্থা আরও ব্যাপক বর্ণনা ও আলোচনা এফ এ ও র মৎস্য সার্কুলার নং ৯৩৭ এ পাওয়া যাবে।

১৭। রাষ্ট্র ২০০১ সালে নেওয়া কমিটি অন ফিসারিস-সি.ও.এফ.আই সেশন নেওয়া সিদ্ধান্ত এন.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখীর বাস্তবায়ন শুরু করা উচিত।

১৮। প্রাতিটি রাষ্ট্র এন.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখী বাস্তবায়নে নিয়মিত ভাবে অন্তত প্রতি চার বছর অন্তর, এন.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখী কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য খরচ চিহ্নিতকরণ ও কার্যকরী কৌশল এর সামঞ্জস্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাদের বাস্তবায়নের মূল্যায়ন করবেন।

১৯। রাষ্ট্রগুলি, তাদের নিজ নিজ ক্ষমতার সূচী এবং আন্তর্জাতিক আইন এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ লং লাইন মৎস্যশিকার ও সামুদ্রিক পাখীর আনুষঙ্গিক ক্যাচ কমাতে, আঞ্চলিক এবং উপআঞ্চলিক মৎস্য সংস্থা বা অন্যান্য ব্যাবস্থাপনার সঙ্গে সহযোগিতা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

২০। আই.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখী বাস্তবায়নে রাষ্ট্র স্বীকার করে যে অন্যান্য লং লাইন মৎস্যশিকার করা রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ , যাতে সামুদ্রিক পাখীর আনুষঙ্গিক ক্যাচ কমানোর অপরিহার্যতা একটি আন্তর্জাতিক (গ্লোবাল) সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিটি রাষ্ট্রএর উচিত এফ এ ও এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রচারমূলক উপাদান উৎপাদনে সহযোগিতার আপ্রাণ চেষ্টা করা।

২১। রাষ্ট্র তাদের সামুদ্রিক পাখী এন.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখীর মূল্যায়ন, উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের অগ্রগতির রিপোর্ট দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে দায়ী মৎস্যশিকারের কোড অফ কন্ডাক্ট উপর ভিত্তি করে এফ এ ও কে প্রদান করবেন।

এফ. এ. ও র ভূমিকাঃ

২২। এফ এ ও তার সম্মেলন ও তার নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ এর নির্দেশ হিসাবে আই.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখী বাস্তবায়নে রাষ্ট্রকে সমর্থন করবে ।

২৩। এফ.এ.ও, এন.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখীকে, সামুদ্রিক পাখীর উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন সমর্থন করার উদ্দেশ্য তার সম্মেলন দ্বারা নির্দেশ এর ভিত্তিতে নিয়মিত প্রোগ্রাম তহবিলের সঙ্গে নির্দিষ্ট, বিভিন্ন রাস্ট্রে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত - বাজেট তহবিল ব্যবহার করবে বা উপলব্ধ করবেন।

২৪। এফ. এ. ও, সি.ও.এফ.আই এর মাধ্যমে দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদনের দ্বারা, আই.পি.ও.এ-সামুদ্রিক পাখী বাস্তবায়ন অগ্রগতি রিপোর্ট করবেন।

লং লাইন মৎস্যশিকারে (এন.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখী) মধ্যে সামুদ্রিক পাখী প্রাসঙ্গিক ক্যাচ হ্রাস করার জন্য কর্মের একটি জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়নশীল প্রযুক্তিগত উল্লেখ্যঃ সংক্রান্ত নোট

এই তালিকা একটি একচেটিয়া বা সমস্ত কিছু কে একত্রিত করে না কিন্তু সামুদ্রিক পাখী শিকার হ্রাসে এন.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখী প্রস্তুতির জন্য পথনির্দেশ দেয়। এন.পি.ও.এ-সামুদ্রিক পাখী একটি কর্মপরিকল্পনা যা একটি রাষ্ট্র ডিজাইন, কার্যকরী এবং মনিটর করেন যাতে লং লাইন মৎস্যশিকারের দ্বারা সামুদ্রিক পাখীর আনুষঙ্গিক ক্যাচ কমতে সাহায্য করে।

১। মূল্যায়ন বা অ্যাসেসমেন্ট

১. রাষ্ট্র লং লাইন মৎস্য শিকারে সামুদ্রিক পাখী এর আনুষঙ্গিক ক্যাচ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করাই মূল্যায়নের উদ্দেশ্য।

২. মূল্যায়ন এ, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

- এন.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখীর প্রয়োজন নির্ণয় করার ব্যবহৃত মানদণ্ড.
- মাছ ধরার জাহাজ এর তথ্য (আকার মাধ্যমে জাহাজ সংখ্যা).
- মাছ ধরার কৌশল তথ্য (তলবাসী, সামুদ্রিক পদ্ধতি,).
- মাছধরার এলাকা,
- লং লাইন দ্বারা মৎস্য শিকার প্রচেষ্টা. (ঋতু, প্রজাতি, ক্যাচ, হূকের সংখ্যা/ বছর/ মৎস্য শিকার),
- মাছ ধরার এলাকায় সামুদ্রিক পাখীর সংখ্যা,
- সামুদ্রিক পাখীর মোট বার্ষিক ক্যাচ প্রতি হাজার লং লাইন হুকে/ প্রজাতির সংখ্যা
- বর্তমান প্রশমন ব্যবহার ব্যবস্থা এবং সামুদ্রিক পাখী ক্যাচ আনুষঙ্গিক কমাতে তাদের কার্যকারিতা,
- সামুদ্রিক পাখী আনুষঙ্গিক ক্যাচ পর্যবেক্ষণ (পর্যবেক্ষক প্রোগ্রাম, ইত্যাদি).
- সামুদ্রিক পাখী এন.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখী বাস্তবায়ন সিদ্ধান্তে এবং একটি সিদ্ধান্ত বিবৃতি কার্যকরি করা।

এন.পি.ও.এ--সামুদ্রিক পাখী

এন.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখীতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকতে পারে:

১। প্রশমন ব্যবস্থা ও প্রেসক্রিপশনঃ

এন.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখী এর উপযুক্ত প্রশমন পদ্ধতি নির্ধারণ করা উচিত। যার একটি প্রমাণিত দক্ষতা আছে, এবং মাছ ধরার শিল্প জন্য অর্থ কার্যকর হওয়া উচিত। বিভিন্ন প্রশমন ব্যবস্থা বা পদ্ধতির (ডিভাইসের) মিশ্রন দ্বারা প্রশমন ব্যবস্থার কার্যকারিতা যদি উন্নত করা যায়, তাহলে তা প্রতিটি রাষ্ট্র সুবিধাজনক প্রয়োজন অনুযায়ী এবং তাদের নির্দিষ্ট লং লাইন মৎস্য শিকার এর বিশেষ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করতে পারেন।

২। গবেষণা ও উন্নয়ন

এন.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখী, গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য কর্ম পরিকল্পনা থাকা উচিত যার লক্ষ্য হবে: (১) সবচেয়ে বাস্তব এবং কার্যকর সামুদ্রিক পাখী প্রতিবন্ধক (ডিভাইস) পদ্ধতির এর বিকাশ; (২) অন্যান্য প্রযুক্তির চর্চা ও উন্নতি যাতে সামুদ্রিক পাখী এর আনুষঙ্গিক ক্যাপচার কমান যায় ; এবং ৩) এই সমস্যার প্রশমন এর জন্য নির্দিষ্ট গবেষণা ব্যবস্থা করা উচিৎ।

৩। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচারঃ

সামুদ্রিক পাখী এন.পি.ও.এ, সামুদ্রিক পাখী যেখানে longline মৎস্যশিকার হয় সেখানে সামুদ্রিক পাখীর আনুষঙ্গিক ক্যাচ কমানোর প্রয়োজন সম্পর্কে, মাছ ধরার অ্যাসোসিয়েশন গুলো এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গ্রুপ এর মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে ব্যাবস্থা নেওয়া উচিত; এই প্রসংগে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্ম এবং লং লাইন মৎস্যশিকারে সামুদ্রিক পাখী এর আনুষঙ্গিক ক্যাচ অন্যান্য তথ্য পরিকল্পনা; এবং জাতীয় শিল্প, গবেষণা এবং নিজস্ব প্রশাসন মধ্যে এন.পি.ও.এ- সামুদ্রিক পাখীর বাস্তবায়ন উন্নীত করা উচিৎ।

সামুদ্রিক পাখীর আনুষঙ্গিক ক্যাচ হ্রাস করার জন্য প্রযুক্তিগত বা আর্থিক সহায়তা সম্পর্কে তথ্য প্রদান।

মাছ শিকারি, সমুদ্রগামী মৎস্য শিকারি , মৎস্য ম্যানেজার, গিয়ার্ নির্মাতা প্রযুক্তিবিদ, সামুদ্রিক স্থপতি, জাহাজ নির্মাতা, এবং সংরক্ষণবাদীর ও পাবলিক অন্যান্য আগ্রহী সদস্যদের জন্য

পূনর্বাসনে বিশেষ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা বর্ণনা করা উচিত । এই প্রোগ্রাম বা কর্ম পদ্ধতি তে আনুষঙ্গিক সামুদ্রিক পাখীর ক্যাচ এবং প্রশমন ব্যবস্থা ব্যবহারের ফলে সমস্যাটির উন্নতি বোঝার লক্ষ্য হওয়া উচিত। এছাড়া ও বৃহত্তর কর্মসূচী (আউটরিচ প্রোগ্রাম) যথা শিক্ষাগত পাঠক্রম, ভিডিও, হ্যান্ডবুকস, স্মরনিকাএবং পোষ্টার মাধ্যমে বিস্তার ঘটানোর জন্য নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেত। এই কর্ম পদ্ধতি তে উভয়তঃ সংরক্ষণ দিক এবং সামু পাখীর ক্ষতি নির্মূল করে প্রত্যাশিত সংখ্যার বৃদ্ধি ও মাছ ধরার দক্ষতা প্রসঙ্গত অর্থনৈতিক সুবিধা উপর ফোকাস করা উচিত।

৪। ডেটা বা তথ্য সংগ্রহ

এই কর্ম পদ্ধতিতে লং লাইন মৎস্য শিকারে সামুদ্রিক পাখীর আনুষঙ্গিক ক্যাচ এবং তার প্রশমন ব্যবস্থা কার্যকারিতা করার নির্ধারণে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। এই ধরনের কর্মে জাহাজে উপস্থিত পর্যবেক্ষক ব্যবহার করা যেতে পারে।

লং লাইন মৎস্য শিকারে মধ্যে প্রাসঙ্গিক ক্যাচ কমানোর জন্য কিছু ঐচ্ছিক
কারিগরী ও কর্মক্ষম ব্যবস্থা প্রযুক্তিগত উল্লেখ্যঃ

১। সূচনা

পাখীর এর আনুষঙ্গিক ক্যাচ কমাতে উল্লেখ করা উচিত যে, বেটেড হুক সংখ্যা কমান অপরিহার্য যাতে সামুদ্রিক পাখী এর অপ্রাত্যাশিত সাক্ষাৎ না হয়। এটা সমন্বয়ে ব্যবহৃত হলে, অপশন ও প্রশমন কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে।

প্রতিটি ব্যবস্থার জন্য, জেলেকে জড়িত খরচ এর সংক্ষেপে কার্যকারিতার উপস্থাপন করা উচিৎ। এই উপস্থাপনায়,"কার্যকারিতা"কে সংজ্ঞায়িত করা হয় এই ভাবে যে কি পরিমাণ ব্যবস্থা সামুদ্রিক পাখী এর আনুষঙ্গিক ক্যাচ হ্রাস হবে, "খরচ" সংজ্ঞায়িত করা হয় প্রাথমিক খরচ বা বিনিয়োগ এবং কোনো চালু কর্মক্ষম এর খরচ হিসাবে।

অন্যান্য প্রযুক্তিগত উপশন এর নতুন প্রশমন ব্যবস্থা বিকশিত হতে পারে যার উন্নয়ন বর্তমানে গবেষক দের কাজ সুতরাং ব্যবস্থার তালিকা সময়ের সঙ্গে বাড়ার সম্ভাবনা আছে।

যদি প্রশমন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বিভিন্ন প্রশমন ব্যবস্থা বা ডিভাইসের মিশ্রন দ্বারা উন্নত করা যায় , তাহলে প্রতিটি রাষ্ট্র এটিকে তাদের সুবিধাজনক অবস্থার জন্য আরো উপযুক্ত এবং

তাদের নির্দিষ্ট লং লাইন মৎস্যশিকারের চাহিদা প্রতিফলিত করে এমন বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে পারে।

নীচের তালিকাটি বাধ্যতামূলক বা সম্পূর্ণ বিবেচনা করা উচিত নয় এবং এফ এ ও ব্যবহার বা উন্নয়নের পর্যায়ে রয়েছে এমন একটি তথ্য ভান্ডার সংরক্ষণ করিবে।

২। প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা

১. টোপ গুলিতে ভার এর হার বৃদ্ধি

ক) লং লাইন গিয়ার্ সিঙ্ক এর ভার বৃদ্ধি

ধারণা: বেইটেড হুকসমূহর গতি বৃদ্ধি ও ডুবিয়ে রাখার পদ্ধতি যার ফলে সামুদ্রিক পাখীদের কাছে তাদের এক্সপোজার সময় কমে যায়।

কার্যকারীতা: পরীক্ষামুলক গবেষণায় দেখা গেছে হুকসমূহর উপযুক্ত ভার বৃদ্ধি পাখির টোপ এর ক্ষতি এড়ানো অত্যন্ত কার্যকরী হতে পারে।

খরচঃ মাছ ধরার সময় ভারী গিয়ার্ নির্মান বা ওজন বৃদ্ধি প্রাথমিক ক্রয় খরচ হয়।

খ) গলান (Thawing) টোপ

ধারণা: প্লবতা সমস্যার সমাধানের জন্য গলান টোপ এবং / অথবা স্নানের ব্লাডারগুলি ছিদ্র করে টোপ ব্যাবহার।

কার্যকারীতা: দেখা গেছে যে গলান টোপ ব্যবহার যখন করা হয় তখন সামুদ্রিক পাখী এর আনুষঙ্গিক ক্যাচ হার কমে যায়। এটি ও দেখা গেছে যে মাছ ধরার সময় চ্যাপ্টা স্নানের ব্লাডার এর টোপ স্ফীত স্নানের ব্লাডারের তুলনায় আরো দ্রুত ডুবে যায়।

খরচ: সম্ভাব্য ভাসা ক্ষতিপূরণ টোপ গলান র‍্যাক এর জন্য বাড়তি খরচ এয়ার থলে কেনা বা অতিরিক্ত ওজন অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) লাইন-সেটিং মেশিন

ধারণা: ডুবন্ত লাইন গিয়ার্ বৃদ্ধি স্থাপন এর মাধ্যমে লাইন এর টান কম হয়।

কার্যকারীতা: যদিওএর কোন পরিমাণগত মূল্যায়ন করা হয়নি, তবু ধরা হয় যে এই অনুশীলন এর ফলে ডুবন্ত লাইন স্থাপিত হবে বেইটেড হুক সমূহ দ্রুত প্রাপ্যতা হ্রাস আরো যার ফলে সামুদ্রিক পাখী রা এতে আটকাবে না।.

খরচ: একটি লাইন সেটিং ডিভাইস কেনার কিছু প্রাথমিক খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

২. নীচের-জল সেটিং জলপ্রপাত, ক্যাপসুল, বা ফানেল

ধারণা: জলের নীচে লাইন সেটিং বেইটেড হুকসমূহ দ্বারা সামুদ্রিক পাখী অধিগমন প্রতিরোধকরা।

কার্যকারীতা: এখনও ডুবো সেটিং ডিভাইস উন্নয়নের অধীন কিন্তু এর উচ্চ কার্যকারিতা হতে পারে।

খরচ: ডুবো সেটিং ডিভাইস কেনার প্রাথমিক খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৩. যেখানে **বেইটেড** হুক জলে প্রবেশ করে সেই এলাকার উপর বা স্থানে পাখি **ভীতি প্রদর্শন (** ভীতি প্রদর্শনের) লাইন স্থাপন করা।

ধারণা: যেখানে বেইটেড হুক জলে প্রবেশ করে সেই এলাকার উপর বা স্থানে বেইটেড হুক জলে প্রবেশ করার জায়গায় পাখী কে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের অধিগমন কে প্রতিরোধকরা। এই ভীতি প্রদর্শনের লাইন এর দ্বারা পাখিকে নিরুৎসাহিত করার জন্য যে ডিজাইন করা হয় তার নকশা বিশেষ, তা জাহাজ অনুযায়ী বা ক্ষেত্র বিশেষে পরিবর্তিত হতে পারে।

মাছ ধরার অপারেশন, এবং অবস্থান এবং তার কার্যকারিতা জটিল. আলোকরশ্মি লাইন এবং টানা বয়া এই প্রকৌশল এর এক বিশেষ উদাহরণ।

কার্যকারীতা: সঠিকভাবে পরিকল্পিত এবং ব্যবহৃত এই ডিভাইসের উল্লেখযোগ্য কার্যকারিতা প্রদর্শিত হয়েছে।

খরচ: পাখি ভীতি প্রদর্শন লাইন ক্রয় এবং তা লাগানর জন্য সাধারন প্রাথমিক খরচ।

৪. টোপ নিক্ষেপণ যন্ত্র

ধারণা: জাহাজ চালক দ্বারা সৃষ্ট ঢেউ এর স্থানে একটি পাখি লাইন দ্বারা এলাকায় টোপ ব্যাবহারে পাখিদের সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা।

কার্যকারীতা: পাখি ভীতি প্রদর্শনলাইন রক্ষার এলাকায় বেইটেড হূকলাইন টোপ ব্যাবহারে পাখী দের প্রাপ্যতা হ্রাস করা হয়। একটি পাখি ভীতি প্রদর্শন লাইন ছাড়া বা একটি পাখি ভীতি প্রদর্শন লাইন দ্বারা টোপদান সুরক্ষিত হয় না যা বেইটেড হূকলাইন টোপদান মেশিন ব্যবহার দ্বারা কমান যায়। তবে পদ্ধতিটির ব্যবহার এখনো পুরোপুরি নির্ধারণ করা যায়নি।

খরচ: একটি বেইটেড হূকলাইন টোপদান মেশিন কেনার সাধারন বা উচ্চ খরচ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৫. পাখি ভীতি প্রদর্শনের (ভ দর্শন) পরদা

ধারণা: একটি পাখি পরদার দ্বারা বেইটেড হুকজাল থেকে মাছ ছিনিয়ে সময় দের নিরস্ত করা।

কার্যকারীতা: পাখি ভীতি পরদা ব্যবহার করে কার্যকরভাবে অকল্পনীয় পাখি নিরস্ত করা যাবে এর প্রমাণ আছে।

খরচ: উপকরণ জন্য নিম্ন বা সাধারন খরচ হবে।

৬.কৃত্রিম টোপ বা লিওর

ধারণা: অরুচিকর টোপ এর ব্যবহার করে পাখির প্রাপ্যতা হ্রাস করা

কার্যকারীতা: অরুচিকর নতুন টোপ এর ব্যবহার করে পাখির প্রাপ্যতা হ্রাস করাএখনও পরীক্ষামুলকএবং এর কার্যকারিতা এখনো ব্যবহার করে দেখার দরকার আছে।

খরচ: বর্তমানে অজানা.

৭. হুকের পরিবর্তন

ধারণা: এমন ধরনের হুক ব্যবহার করা যাতে করে পাখিরা যখন একটি বেইটেড হুক আক্রমণ করে তখন তাদের ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

কার্যকারীতা: হুক আকার সামুদ্রিক পাখী প্রজাতির আনুষঙ্গিক ধরা প্রভাবিত করতে পারে। যা হোক হুক আকার পরিবর্তনের প্রভাব পাখি ধরার পরিমান কতটা কমাতে পারবে তা এখনো অজানা।

খরচ: অজানা।

৮. ধ্বনি প্রতিবন্ধক

ধারণা: যেমন উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ, উচ্চ ভলিউম, পীড়াদায়ক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করে লং লাইন থেকে পাখিকে বিরত রাখা।

কার্যকারীতা: সামুদ্রিক পটভূমির গোলমালের শব্দএ পাখিরা অভ্যস্থ তাই এই পদ্ধতি কতটা কার্যকর হবে তার সম্ভাবনা কম।

খরচ: অজানা.।

৯. জল কামান

ধারণা: উচ্চ চাপ জল ব্যবহার করে বেইটেড হুকসমূহ গোপন রাখা.

কার্যকারীতা: এই পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট উপসংহার নেই।

খরচ: অজানা.

১০. চৌম্বক প্রতিবন্ধক

ধারণা: চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে পাখিকে চৌম্বক রিসেপ্টর এর মাধ্যমে বিভ্রান্ত করা।

কার্যকারীতা: ব্যবহারিক পরীক্ষায় প্রভাব এর কোন ইঙ্গিত এখনো নেই।

খরচ: অজানা

৩। কর্মক্ষম ব্যবস্থা

১। টোপের (নাইট সেটিং) দৃশ্যমানতা হ্রাসঃ

ধারণাঃ জলে বেইটেড হুক সমূহকে অন্ধকার এরসময় সেটকরা এবং আলোক বিচ্ছুরন কমান।

কার্যকারীতা: এই পদ্ধতি সাধারণত অত্যন্ত কার্যকর হচ্ছে হিসাবে স্বীকৃত। তবে, এর কার্যকারিতা মাছ ধরার মরসুমে ভিত্তিতে এবং সামুদ্রিক পাখী প্রজাতি অনুযায়ী মধ্যে ভিন্ন রকমের হতে পারে। পূর্ণিমারাত্রে এর কার্যকারীতা প্রায় হ্রাস পায়।

খরচ: একটি সীমাবদ্ধতা হল অন্ধকার সময়ে হুকলাইনের সেটিং মাছ ধরার ক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে বিশেষত ছোট লং লাইনারদের ক্ষেত্রে। আলোর উপযুক্ত ব্যাবস্থা নিতে করতে সাধারন খরচ হতে পারে।
এ ধরনের বাধ্যবাধ্যকতার সময় একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের অধিক মাছ ধরার প্রবনতার জন্য ব্যয়বহুল প্রযুক্তি বিনিয়োগের প্রয়োজন ঘটাতে পারে।

২। সামুদ্রিক পাখীদের জাহাজএর প্রতি আকর্ষণ হ্রাসঃ

ধারণা: সামুদ্রিক পাখীদের জাহাজএর প্রতি আকর্ষণ হ্রাসের ব্যবস্থা নিতে হবে যেমন জাহাজ থেকে খালাস সামগ্রী (যেমন মাছ পরিত্যাগ করা, আবর্জনা ফেলা) যা সামুদ্রিক পাখী দের আকর্ষণ করে তা একটি নির্দিষ্ট সময়ে করতে হবে। উল্লেখ্য জাহাজ থেকে খালাস সামগ্রী (যেমন মাছ পরিত্যাগ, আবর্জনা ফেলা) বাতিল মাছ, আবর্জনা, মাছ এর মাথা, ডাম্পিং এর জন্য এমবেডেড হুকসমূহের মাধ্যমে করা হবে। আবর্জনা ডাম্পিং যদি একান্তই অপরিহার্য হয় এটা রেখা নির্ধারণ করা হচ্ছে যেখানে পাখি আকৃষ্ট হয় না যে এমনভাবে (যেমন রাতে) জাহাজের বিপরীত দিকে সম্পন্ন করতে হবে।

কার্যকারীতা: বাজে জিনিস ফেলে দেওয়া একটি জটিল সমস্যা, এবং আজ পর্যন্ত গবেষণায় বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

খরচ: কম, কিছু পরিস্থিতিতে খরচ জাহাজের উপর আবর্জনা আবর্জনা সংবরণ সিস্টেমের বা পুনরায় কনফিগার করার জন্য যুক্ত হতে পারে।

৩। এলাকা এবং ঋতু বন্ধ (সিজিনাল ক্লোজার)

ধারণা: সামুদ্রিক পাখী এর প্রজনন ঋতুতে বা সামুদ্রিক পাখীর খাদ্য শিকারের এর সময় আনুষঙ্গিক ক্যাচ হ্রাস করা বা যাতেএড়ানো যায়.

কার্যকারীতা: এলাকা ভিত্তিক এবং ঋতু বন্ধ প্রযোজ্য কার্যকর হতে পারে (যাতে প্রাপ্তবয়স্ক পাখিরা প্রজনন সাইট থেকে উচ্চ দূরত্ব দিয়ে উড়ে যেতে পারে) যদিও বড়ো মাছ ধরার জাহাজ এর স্থানপরিবর্তন অন্যান্য সামুদ্রিক পাখী এলাকায় বিবেচনা করা প্রয়োজন।

খরচ: অজানা, কিন্তু এলাকায় বা ঋতু দ্বারা মাছ ধরার উপর একটি সীমাবদ্ধতা মাছ ধরার ক্ষমতা বা ক্যাচকে প্রভাবিত হতে পারে।

৪। যে জাহাজ প্রশমন ব্যবস্থা সম্মতি পর্যবেক্ষণ এর প্রয়োজন বোধ করেন তাদের কে পক্ষপাতমূলক লাইসেন্সিং দেওয়া।

ধারণা: যে জাহাজ প্রশমন ব্যবস্থা কার্যকর ব্যবহারের জন্য সম্মতি পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন বোধ করেন তাদের বিশেষ পুরস্কার বা সাহায্য দেওয়া।.

কার্যকারীতা: মাছ ধরার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সামুদ্রিক পাখী এর আনুষঙ্গিক ক্যাচ কমাতে যে প্রশমন ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ তার ব্যবহার করলে অতিরিক্ত সাহায্য অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে।

খরচ: অজানা.

৫। লাইভ পাখি রিলিজ করা।

ধারণা: এত সতর্কতা সত্ত্বেও যদি সামুদ্রিক পাখী শিকার কমান না যায় হয় তাহলে জাহাজ থেকে জীবিত পাখি ছেড়ে দেওয়া।,

কার্যকারীতা: জীবিত পাখি জাহাজে করে আনা সংখ্যার উপর নির্ভর করে এবং এই লাইন সেটিং নিহত পাখির সংখ্যার তুলনায় কম বলে মনে করা হয়।

খরচ: অজানা.

হাঙ্গর সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক প্রয়োগ কর্ম পরিকল্পনা

ভূমিকাঃ

১) শত শত বছর ধরে মৎস্যজীবি সম্প্রদায় সমুদ্র উপকুলবর্তী অঞ্চল গুলিতে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে কেউ কেউ আজও হাঙ্গর শিকার করে চলেছে। কিন্তু, বর্তমান দশক গুলিতে এক দিকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ এবং অপর দিকে দুরতর বাজারে পৌছানর সুবিধার ফলে একাধারে হাঙ্গর শিকারে মাত্রা এবং হাঙ্গর শিকারের পরিধি দুই ই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

২) হাঙ্গর শিকারের এই ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয় যা নাকি মহাসাগরের বিভিন্ন অঞ্চলের হাঙ্গরের বিভিন্ন প্রজাতির সংখ্যার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কারন হাঙ্গর সাধারনত প্রজাতিগত ভাবে একত্রে বাস করে, বংশ বৃদ্ধির হার কম প্রজনন ক্ষমতা দেরিতে আসার কারনে, ঋতু মাইগ্রেশন এবং অফ স্প্রিং এর কতিপয় সংখ্যা ইত্যাদি কারনেএদের সংখ্যাগত ভাবে পুনরোদ্ধার করা বেশ সময় সাপেক্ষ যদিও এদের স্বাভাবিক মৃত্যুর হার কম।

৩) হাঙ্গর সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমস্যা হল এদের সম্পর্কে এবং এদের শিকার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানের বর্তমান সীমাব্ধতা। কারন শিকারের পরিমাপ, পদ্ধতি, স্থলাভিসিক্ত করন ও বানিজ্য সম্পর্কিত তথ্যের অভাব, এমনকি হাঙ্গর এর বিভিন্ন প্রজাতিগুলিকে পৃথক ভাবে চিন্হিত ও নামকরন এর জন্য প্রয়োজনীয় জীববিদ্যা সংক্রান্ত জ্ঞানের অপ্রতুলতা। হাঙ্গরকূল সম্পর্কে জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে যে গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা করা দরকার তার জন্য পর্যাপ্ত পরিমান তহবিলের প্রয়োজন।

৪) প্রচলিত অভিমত হল হাঙ্গর শিকার, উন্নত ব্যবস্থাপনা দ্বারা পরিচালিত হওয়া দরকার। ভিন্ন প্রজাতির হাঙ্গর শিকারের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত উপ-শিকার সংঘটিত হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিচালনা ব্যবস্থা ভিষন প্রয়োজন।

৫) বিশ্বের কতিপয় দেশেরই তাদের হাঙ্গর শিকার পরিচালনার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে যার মধ্যে আছে অবাধ প্রবেশ নিয়ন্ত্রন, পরিমাপের প্রযুক্তি, হাংগর শিকার উপজাত নিয়ন্ত্রন–নীতি ও হাংগরের পরিপূর্ন সদ্ব্যবহারে সহযোগীতা করা। যাই হোক, সর্বত্র বিস্তৃত হাঙ্গর, এমন কি গভীর সমুদ্রে এবং দীর্ঘদূরত্ব পারি দেওয়া প্রজাতি গুলির ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক সমন্বয় ও সহযোগীতা ক্রমবর্ধমান ভাবে হাঙ্গর পরিচালন-ব্যবস্থা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে গুরুত্ব পূর্ন হয়ে উঠছে । বর্তমানে কতিপয় আন্তর্জাতিক পরিচালন পদ্ধতিই হাঙ্গর শিকার-নিয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছে।

৬) আন্তঃ আমেরিকান টুনা (বৃহৎ ভোজ্য মাছ) কমিশন, আন্তর্জাতিক সমুদ্র অনুঅনুসন্ধান কমিশন, আত্লান্তিক মহা-সাগরীয় টুনা সংরক্ষন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কমিশন, উত্তর-পশ্চিম আত্লান্তিক মহাসাগরীয় মৎস্য জীবি সংগঠন, পশ্চিম আফ্রিকার রাষ্ট্র গুলির উপ-আঞ্চলিক মৎস্য- কমিশন, লাতিন আমেরিকান মৎস্য-চাষ উন্নয়ন সংস্থা, ভারত-মহাসগরীয় টুনা কমিশন, দক্ষিনী ব্লুফিন-টুনা সংরক্ষন কমিশন এবং প্রশান্ত মহাসাগর সন্নিহিত মৎসজীবি সম্প্রদায় মহাসাগরীয় মৎস্যচাষ-পরিকল্পনা -সংগঠনগুলি, হাঙ্গর এর সংখা নিরুপনের জন্য সদস্য দেশগুলিকে হাঙ্গর সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, কখন কখন সংগৃহীত আঞ্চলিক তথ্য এর আধুনিকীকরন এ উৎসাহীত করতে সচেষ্ট রয়েছে।

৭) বর্ধিত হারে হাঙ্গর শিকার ও হাঙ্গরের মোট সংখার উপর তার নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে ক্রম বর্ধমান উদ্বেগ থেকে ১৯৯৭ সালে এফ এ ও এর মৎস্য চাষ সংক্রান্ত কমিটি'র (সি.ও.এফ.আই) ২২তম অধিবেশনের পক্ষ থেকে তাদের বাজেট ভহির্ভুত খাতের খরচে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করা হোয়েছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল উন্নত হাঙ্গর সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করার দিক নির্দেশ রচনা করা ও কমিটির পরবর্তি অধিবেশনে পেশ করা।

৮) বর্তমান "আন্তর্জাতিক হাঙ্গর সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রয়োগ পরিকল্পনা (আই.পি.ও.এ- হাঙ্গর)" তৈরী হয়েছিল বিগত ২৩-২৭এ এপ্রিল ১৯৮৪[1]সালে, টোকিও তে অনুষ্ঠিত প্রযুক্তিবিদদের একটি সভা থেকে এবং মৎস্যচাষ এর ক্ষমতা, হাঙ্গর শিকার এবং লংলাইন মৎস্য শিকারের প্রসঙ্গিকে সামুদ্রিক পাখী ধরা – বিষয়গুলির অনুশাসন সম্পর্কিত পরামর্শ সভা সংঘঠিত হোয়েছিল ২৬ থেকে ৩০শে অক্টোবর ১৯৯৮সালে এবং এর প্রস্তুতি সভা হোয়েছিল ২২ থেকে ২৪শে জুলাই ১৯৯৮[2] সালে রোম শহরে।

৯) "আন্তর্জাতিক হাঙ্গর সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রয়োগ পরিকল্পনা (আই.পি.ও.এ-হাঙ্গর)" হোল প্রকৃতি ও সুযোগ, নীতি সমুহ, উদ্দেশ্য এবং কার্যকরী করার পদ্ধতি (সংযুক্তি সহ), যা এই দলিলে নির্দিষ্ঠ করা হয়েছে।

---

[1] *দেখুন: "সংরক্ষণ এবং এফ এ প্রযুক্তিগত ওয়ার্কিং গ্রুপের* ২৩-২৭ *এপ্রিল* ১৯৯৮ *এফ এ*ও*র মৎস্য রিপোর্ট শুধু মাত্র "হাঙ্গর ও ম্যানেজমেন্ট ". টোকিও, জাপান, রিপোর্ট নং* ৫৮৯

[2] *ম্যানেজমেন্ট "পরামর্শ জন্য প্রস্তুতিমুলক সভা রিপোর্ট দেখুনমাছ ধরা ক্যাপাসিটি, হাঙ্গর মৎস্য ও Longline মধ্যে Seabirds মধ্যে আনুষঙ্গিক ক্যাচমৎস্য. "রোম, ইতালি,* ২২-২৪ *জুলাই,* ১৯৯৮*. এফ এ মৎস্য রিপোর্ট নং* ৫৮৪ ।

প্রকৃতি এবং সুযোগ

১০) "আন্তর্জাতিক হাঙ্গর সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রয়োগ পরিকল্পনা (আই.পি.ও.এ-হাঙ্গর) স্বেছা পালনীয়। দায়িত্ববান মৎস্যজীবি দের আচরন বিধিতে সীমাবদ্ধ রেখে একে বিস্তৃত করা হোয়েছে, যেমন ধারা নং ২(ঘ)। আচরন বিধির ধারা ৩ এই দলিলের ব্যখ্যা ও প্রয়োগ পদ্ধতি এবং আন্তর্জাতিক অন্যান্য সংস্থার সাথে সম্পর্ক বিবৃত করে। সংস্লিষ্ট সকল দেশকে[3] এই বিধান প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করা হয়।

১১) এই দলিলের প্রয়োজনে হাঙ্গরের সকল প্রজাতিকেই যেমন হাঙ্গর, স্ক্যটস্, রেস, চিমেরাসকে 'হাঙ্গর' এবং শিকার উপজাত, বানিজ্যিক, বিনোদক ও অন্যান্য হাঙ্গর দের 'সার্ক ক্যচ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২) আই.পি.ও.এ আন্তর্জাতিক হাঙ্গর সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রয়োগ পরিকল্পনা –এ লক্ষ্য এবং অ-লক্ষ্য, শিকারের উভয় উপাদানকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পরিচালনার নীতি সমুহঃ-

১৩) অংশগ্রহন; যে সমস্ত রাষ্ট্রের শিকার জনিত মৃত্যুতে অবদান আছে, বিশেষ প্রজাতির ক্ষেত্রেই হোক বা সমগ্র হাঙ্গর কুলের ক্ষেত্রেই হোক, তাদের সকলেরই এই ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহন করা উচিৎ।

১৪) হাঙ্গরকুল রক্ষন: সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি এমন ভাবে স্থির করা উচিৎ যাতে মৃত্যুর হার আয়ত্বের মধ্যে রাখার মত যথেষ্ট শিকার-পূর্ব ব্যবস্থা থাকে।

১৫) পুষ্টিগত ও আর্থ-সামাজিক বিবেচ্য বিষয়; সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে-কিছু স্বল্প আয় ও খাদ্যাভাব পীড়ীত অঞ্চল বা দেশ, হাঙ্গর শিকার যেখানে খাদ্য আহরনের, জীবিকার ও আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস ও প্রচলিত প্রথা তাকে মান্যতা দেওয়া উচিৎ। এই সকল ক্ষেত্রে হাঙ্গর শিকারকে স্থানীয় মানুষের খাদ্য, জীবিকা ও আয়ের দীর্ঘস্থায়ী উৎস হিসাবে টিকিয়ে রাখার উদ্দ্যেশে ব্যবস্থাপনা করা উচিৎ।

---

[3] *এই* নির্দেশিকায়, *"রাষ্ট্র" শব্দটি "মাছধরা সত্ত্বা"* অনুযায়ী *এফ এ* ও *সদস্য অন্যান্য অ সদস্য* রাষ্ট্র*দের* ক্ষেত্রে *প্রযোজ্য* ।

১৬) আন্তর্জাতিক হাঙ্গর সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রয়োগ পরিকল্পনা এর উদ্দ্যেশ্য হল সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনার দ্বারা হাঙ্গর প্রজাতিকে রক্ষা করে তাদের উপয়োগীতাকে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে ব্যবহার করা।

১৭) আন্তর্জাতিক হাঙ্গর সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রয়োগ পরিকল্পনা – সেই সব দেশের ক্ষেত্রে প্রজোজ্য যারা তাদের জলভাগে নিজেদের
অথবা অন্যের জলযান এর সাহায্যে হাঙ্গর শিকার করে এবং সেই সব রাষ্ট্র যাদের জলযানের সাহায্যে মাঝ সমুদ্রে হাঙ্গর শিকার করে থাকে।

১৮) যে সব রাষ্ট্রের ভেসেল্ (জল-যান) নিয়মিত হাঙ্গর শিকার করে বা যে সব রাষ্ট্রের ভেসেল্ মাঝ সমুদ্রে প্রতক্ষ্য বা পরোক্ষ হাঙ্গর শিকারে যায় সেই সকল রাষ্ট্রের প্রত্যেকের জাতীয়-হাঙ্গর প্রজাতির সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনা (হাঙ্গর প্ল্যান) 'র প্রয়োগ পরিকল্পনা গ্রহন করা উচিৎ। হাঙ্গর পরিক্লপনা -এর বিষয় বস্তু সম্পর্কে পরামর্শ পাওয়া যাবে পরিশিষ্ঠ-'ক' তে। হাঙ্গর-প্ল্যান গঠন এর সময় উপ-আঞ্চলিক এবং আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপক সংস্থা গুলির উপযুক্ত অভিজ্ঞতা কে বিবেচনায় রাখতে হবে।

১৯) প্রত্যেক রাষ্ট্রের দায়িত্ব তার হাঙ্গরহাঙ্গর কর্ম পরিকল্পনাগঠন, প্রয়োগ ও তার উপর নিয়মিত নজর রাখা।

২০) রাষ্ট্র গুলির চেষ্টা করা উচিৎ ২০০১ এর সি.ওএফ.আই 'র সভার আগেই হাঙ্গর কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ফেলা।

২১) রাষ্ট্র গুলির উচিৎ নিয়মিত শিকারের স্বার্থে হাঙ্গরের পরিমান নির্ধারন করা যাতে করে স্থির করা যায় যে হাঙ্গর-প্ল্যনের গঠন বা পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে কিনা। উক্ত পরিমান নির্ধারন পরিচালিত হওয়া উচিৎ "'দায়িত্ববান মৎস্য জীবির আচরন বিধি''র ৬.১৩ ধারা দ্বারা।

এই নির্ধারিত পরিমাপ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র কে জানান উচিৎ সেই রাষ্ট্রের হাঙ্গর-প্ল্যনের অংশ হিসাবে।হাঙ্গরের পরিমান নির্ধারন বিবরনের বিষয়-বস্তু সম্পর্কে পরিশিষ্ট-খ তে পরামর্শ দেওয়া আছে।পরিমাপ নির্ধারন বাধ্য করবে ধারাবাহিক ভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে, অন্য তথ্যের সাথে বানিজ্য সংক্রান্ত তথ্য, উন্নত প্রজাতি চিন্হত করন সম্পর্কিত তথ্য এবং চুরান্তভাবে পরিত্যক্ত সূচীকে প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্র গুলি যে তথ্য সংগ্রহ করবে তা প্রয়োজন অনুযায়ী সহজ লভ্য করা এবং পরিকাঠামোর ভিতরে থেকে মৎস্য চাষ সংক্রান্ত আঞ্চলিক,

উপ-আঞ্চলিক সংগঠনগুলির এবং এফ এ ও-র সাথে আলোচনা উচিৎ। পরিমান নির্ধারনের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য আদান-প্রদান এ আন্তর্জাতিক সমন্বয় দরকার, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সীমা অতিক্রম কারী,সীমানার দু-দিকে থাকা, দুর-দুরান্তে ঘুরে বেড়ান ও গভীর সমুদ্রে থাকা হাঙ্গরের বিভিন্ন প্রজাতিরজন্য

২২) হাঙ্গরহাঙ্গর কর্ম পরিকল্পনাএর লক্ষ্য হওয়া উচিৎ -

প্রতক্ষ্য বা পরোক্ষ্য সমস্ত হাঙ্গর শিকারই যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয় তা সুনিশ্চত করতে হবে।
হাঙ্গর-সংখ্যার আশংকা মূল্যায়নের মধ্যে রাখতে হবে। লুপ্তপ্রায় প্রজাতিগুলিকে রক্ষা করতেহবে, এবং শিকার পদ্ধতি লাগু করতে হবে যা জীববিদ্যার স্থায়ীত্ব রক্ষার নীতির সাথে সংগতি পূর্নহবে এবং দীর্ঘস্থায়ী-অর্থনৈতিক ব্যবহারের পক্ষে যুক্তিগ্রাহ্য হতে হবে।
অস্তিত্ব-সংকটাপন্ন প্রজাতিগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে।
সকল রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তুলে সক্রিয় পরামর্শের মাধ্যমে সকলকেগবেষনা, ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা-উদ্দোগে যুক্ত করতে একটি কাঠামো গড়া ও তার উন্নয়ন করা দরকার।
অপ্রয়োজনীয়, ঘটনাক্রমে ধরা পরা হাঙ্গরের সংখ্যা কমাতে হবে।
জীব-বৈচিত্র, বাস্ত-গঠন ও কার্যকারিতা রক্ষা করতে সংশ্লিষ্ঠ সকলের অবদান প্রয়োজন।
দায়িত্বশীল মৎস্য চাষ এর অনুচ্ছেদ ৭.২.২(ছ) অনুসারে শিকারোকৃত মৃত-হাঙ্গর বা হাঙ্গর-বর্জেরপরিমান কমাতে হবে।
মৃত হাঙ্গরের পূর্ন ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে।
উন্নত প্রজাতির হাঙ্গর শিকার ও অবতরন এর তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা সহজ করতে হবে এবং শিকারের উপর নিয়মিত নজর রাখতে হবে।
হাঙ্গরের প্রজাতি নির্নয় ও এদের জৈব ও বানিজ্য সম্পর্কিত তথ্য জানান'র প্রক্রিয়া কে সহজকরা।

২৩) যে সকল রাষ্ট্র হাঙ্গরহাঙ্গর কর্ম পরিকল্পনাপ্রয়োগ করছে তাদের নিয়মিত, অন্তত প্রতি চার বছরে এক বার তাদেরপ্রয়োগ মূল্যায়ন করা উচিৎ যার দ্বারা খরচ সাপেক্ষে এই প্রয়োগ-কৌশলের কার্যকারিতা আরওবাড়ান যায়।

২৪) যে রাষ্ট্র গুলি স্থির নিশ্চিত যে হাঙ্গরহাঙ্গর কর্ম পরিকল্পনা এর আবশ্যকতা নেই, তাদের নিজেদের মৎস্য-শিকারের পরিবর্তন এর কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

নিদেন পক্ষে তাদের অন্ততহাঙ্গর শিকার, স্থল-জাত করা এবং বানিজ্য করন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা উচিৎ।

২৫) সংস্লিষ্ঠ রাষ্ট্র গুলির, নিজেদের দক্ষতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে এবং আন্তর্জাতিক আইনের সাথেসংগতি রেখে আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক মৎস্যচাষ-সংগঠন বা ব্যবস্থার সাথে সহযোগীতার মাধ্যমে বা অন্য কোন ভাবে হাঙ্গর প্রজাতিকে দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখার এবং যেখানে প্রয়োজন আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক হাঙ্গর- কর্ম পরিকল্পনা আরও উন্নত করার চেষ্টা করা উচিৎ।

২৬) যে সব অঞ্চলে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র সীমানা অতিক্রম করা, সীমানার দুই ধারেই ঘুরে বেরান, দূর দুরান্ত থেকে আশা যাওয়া করা এমন কি গভীর সমুদ্রে থাকা হাঙ্গরের প্রজাতি গুলি শিকারকরেন তাদের চেষ্টা করা উচিৎ এদের জন্য কার্যকরী সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনা কে সুনিশ্চিত করা।

২৭) রাষ্ট্র গুলির চেষ্টা করা উচিৎ এফ এ ও এবং গবেষনা, প্রশিক্ষন, তথ্য পরিবেশন ও শিক্ষার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সংযোগ গড়েতোলার।

২৮) রাষ্ট্র গুলির উচিৎ হাঙ্গর কর্ম পরিকল্পনাএর মূল্যায়ন, উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিবরন এফ এ ও'র কাছে তাদের দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন হিসাবে পেশ করা, দায়িত্ববান মৎস্য চাষের আচরন বিধি র সাথে সঙ্গতি রেখে।

এফ এ ও'র ভূমিকাঃ

২৯) এফ এ ও কে তার সম্মেলনের নির্দেশিকা অনুযায়ী এবং দৈনন্দিন কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে সকল রাষ্ট্রকে আই.পি.ও.এ আন্তর্জাতিক হাঙ্গর সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রয়োগ পরিকল্পনা কার্যকরী করতে এমনকি হাঙ্গর কর্ম পরিকল্পনাপ্রস্তুত করার কাজেও সাহায্য করতে হবে।

৩০) এফ এ ও, যেমন যেমন সম্মেলনের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র গুলিকে হাঙ্গর কর্ম পরিকল্পনাগঠন ও কার্যকরী করতে নির্দিষ্ঠ ভাবে দেশের মধ্যেকার কারিগরি সহায়তা দানের জন্য নিয়মিত কাজের জন্য আর্থিক সংস্থান থেকে প্রকল্প করতে হবে এমনকি এর জন্য বাজেট বহির্ভূত অর্থেরও সংস্থান রাখতে হবে এফ এ ও –দেশ গুলিকে হাঙ্গর-পরিকল্পনার

উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষগ্য দের নামের তালিকা এবং কারিগরি সহায়তার কৌশল স্থির করে দেবে।

৩১) আই.পি.ও.এ আন্তর্জাতিক হাঙ্গর সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রয়োগ পরিকল্পনা কার্যকরী করার অগ্রগতি সম্পর্কে এফ এ ও- প্রতি দু-বছর এ একবার সি,ও,এফ,আই এর মাধ্যমে তাদের প্রতিবেদন পেশ করবে।

পরিশিষ্ঠ – 'ক'

একটি 'হাঙ্গর-পরিকল্পনা'র বিষয় বস্তু সম্পর্কে পরামর্শ

১. পটভূমি

হাঙ্গর-শিকার পরিচালনা করার সময় এটা বিবেচনায় রাখা খুব জরুরি যে হাঙ্গর শিকারের সময় যে জ্ঞান এবং পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, তা হাঙ্গর সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনায় সমস্যা তৈরীর কারন হতে পারে। বিশেষতঃ-

- নিবদ্ধিকরণ এর সমস্যা,
- হাঙ্গর-শিকার, শ্রম ও স্থলাভিসিক্ত করন সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যের অভাব,
- স্থলাভিসিক্ত করন এর পর প্রজাতি চিহ্নিত করনের সমস্যা,
- জীব-বিদ্যা ও পরিবেশ সংক্রান্ত অপ্রতুল তথ্য,
- হাঙ্গর-সংক্রান্ত গবেষনা ও পরিচালনার কাজের জন্য অর্থাভাব,
- আন্তর্জাতিক সীমা অতিক্রম কারী, সীমানার দু-দিকে থাকা, দুর-দুরান্তে ঘুরে বেড়ান ও গভীর সমুদ্রে থাকা হাঙ্গরের বিভিন্ন প্রজাতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে পারস্পারিক যোগাযোগের অভাব, এবং
- বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সাথে হাঙ্গর শিকারের ফলে হাঙ্গর/হাঙ্গর ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য সাধন ব্যহত হচ্ছে ।

২. হাঙ্গর কর্ম পরিকল্পনা এর বিষয় বস্তু

- হাঙ্গর সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কারিগরি নির্দেশনা, যা এফ, এ,ও প্রস্তুত করছে, সেটাই হাঙ্গর-প্ল্যন প্রস্তুত ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পূঙ্কানুপুঙ্ক ভাবে কারিগরি দিক নির্দেশ করবে। দিক নির্দেশনার বিষয় গুলি হোল-

- নিয়মিত নজরদারি,
- তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন,
- গবেষনা,
- মানুষের ক্ষমতা গঠন / উন্নয়ন, এবং
- ব্যবস্থাপনাকে বাস্তবায়িত করা ।

হাঙ্গর- কর্ম পরিকল্পনা বিষয়বস্তু হওয়া উচিৎ -

ক) বাস্তবের বিবরন –

- হাঙ্গর প্রজাতি ও সংখ্যা,
- সম্পর্কিত মৎস্য-চাষ, এবং
- ব্যবস্থাপনা- গঠন ও তা বলবৎ করা।

খ) হাঙ্গর- কর্ম পরিকল্পনা লক্ষ্য।

গ) উদ্দেশ্য পুরনের কৌশল। যা যা গ্রহন করা যেত তার বিস্তৃত উদাহরন নীচে দেওয়া হল।

- হাঙ্গর প্রধান অঞ্চলে মৎস্য-শিকারের ভেসেল এর প্রবেশের উপর নিয়ন্ত্রন জারি করা,
- দীর্ঘ-স্থায়ী হাঙ্গর শিকারের জন্য প্রতিকুল অঞ্চলে শিকারের চেষ্টা কমান,
- শিকার করা হাঙ্গরের ব্যবহার উন্নত করা,
- তথ্য সংগ্রহ ও হাঙ্গর শিকারে নজরদারি বাড়ান,
- সংশ্লিস্ট সকলকে হাঙ্গরের প্রজাতিগুলি চিহ্নিত করতে প্রশিক্ষিত করা,
- স্বল্প পরিচিত হাঙ্গরের প্রজাতি গুলির উপর গবেষণার কাজে সুযোগ বৃদ্ধি করা ও উৎসাহিত করা, এবং
- হাঙ্গর প্রজাতিগুলির ব্যবহার ও বানিজ্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা।

পরিশিষ্ট-'খ'

হাঙ্গর-মূল্যায়ন এর প্রতিবেদনের বিষয়-বস্তু

একটি হাঙ্গর-মুল্যায়নের প্রাতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে নীচের তথ্যগুলিও থাকা উচিৎঃ

- অতীত ও বর্তমান প্রবনতা – জন্য-
    - প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মৎস্যপ্রচেষ্টা
    - ফল – বস্তুত এবং আর্থিক
- মজুতের পরিমান
- বর্তমান ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি সমূহ
    - মৎস্যক্ষেত্রে প্রবেশে নিয়ন্ত্রন
    - কারিগরি ব্যবস্থা সমূহ (সহ-শিকার হ্রাস করার ব্যবস্থা সহ, সংরক্ষিত অঞ্চলগুলির অস্তিত্ব এবং বন্ধ মরশুম)
    - অন্যান্য সকল
    - নজরদারি, নিয়ন্ত্রন এবং তত্বাবধান
- ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কার্যকারিতা
- ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাম্ভাব্য সংশোধন

মাছধরা ক্ষমতার পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক কর্ম পরিকল্পনা ব্যবস্থাঃ

১। টেকসই মৎস্য শিকারের জন্য দায়ীত্বপুর্ন মৎস্য শিকারের কোড অফ কন্ডাক্ট বিষয়ে বিশ্বের বাড়তি মাছ ধরার ক্ষমতার বিষয় বৃদ্ধি বিশেষ উদ্বেগের। অতিরিক্ত মাছ ধরার ক্ষমতা একটি গুরুত্বপুর্ন সমস্যা যার ফলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ হ্রাস, সামুদ্রিকখাদ্য উৎপাদন এর সম্ভাব্য পতন এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক লোকশান।

২। কোড অফ কন্ডাক্ট এ বলা আছে যে রাষ্ট্র বাড়তি মাছ শিকার প্রতিরোধ করতে পদক্ষেপ নেবে এবং মাছ ধরার প্রচেষ্টার মাত্রা মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবহারের সঙ্গে নিশ্চিত করবে।

৩। ১৯৯৭ সালে তার শেষ অধিবেশনে, মৎস্য কমিটি (সি.ও.এফ.আই) এফ এ ও কে অনুরোধ করে মাছ ধরার সীমার ব্যাপারে মোকাবিলা করার জন্য। এফ এ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর লা জোলা তে ১৯৯৮ এর ১৫-১৮ এপ্রিল, মাছ ধরা ক্যাপাসিটি ম্যানেজমেন্ট এর উপর একটি প্রযুক্তিগত ওয়ার্কিং গ্রুপ মিটিং সংগঠিত করেন। পরবর্তী পর্য্যায়ে ১৯৯৮ এর ২৬ থেকে ৩০শে অক্টোবর এফ এ ও আলোচনা সভা রোমে অনুষ্ঠিত হয় এবং ২২ থেকে ২৪ জুলাই ১৯৯৮ একটি প্রস্তুতিমূলক সভা আয়োজিত হয়।

পার্ট ১ - আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার প্রকৃতি এবং সুযোগ এর ব্যবস্থাঃ

৪। আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা স্বেচ্ছামুলক। এটি দায়ী মৎস্য কোড অফ কন্ডাক্ট এর ধারা ২ (ঘ) দ্বারা কাঠামোর পরিকল্পনা হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কোড অফ কন্ডাক্ট এর ধারা ৩ এর আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক অংশগ্রহনকারী আবেদন বিধান ব্যাখ্যা করেছে।

৫। এই নথি, কোড অফ কন্ডাক্ট বাস্তবায়নে সব রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি বিষয়ে বর্ননা করে। রাষ্ট্র এবং আঞ্চলিক মৎস্য প্রতিষ্ঠান সমূহ আন্তর্জাতিক আইন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ কাঠামোর মধ্যে ধারাবাহিকভাবে এই নথি ব্যাবহার করবে। ৬।মৎস্য সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তর্জাতিক অ্যাকশন পরিকল্পন,একটি দিক নির্দিষ্ট করে।

পার্ট ২- উদ্দেশ্য এবং নীতি

৭। আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা অবিলম্ব উদ্দেশ্য হল ২০০৩ সালের মধ্যে কিন্তু ২০০৫ এর পরে একেবারেই নয়, রাষ্ট্র একটি দক্ষ, ন্যায়সঙ্গত এবং স্বচ্ছ মাছ শিকারের পরিচালনার পরিকল্পনা করে ফেলবেন। রাষ্ট্র ও আঞ্চলিক মৎস্য সাংগঠনগুলি অতি মৎস্য শিকার সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে, প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রগুলিকে মাছ ধরার ক্ষমতা হ্রাস এর প্রথমেই চেষ্টা করা উচিত বিশেষত যেখানে মৎস্য শিকার এর পরিমান কমে আসছে। দীর্ঘমেয়াদী ধারণক্ষমতা উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে রাষ্ট্র এবং আঞ্চলিক মৎস্য সংগঠনগুলিকে মৎস্য শিকার ক্ষমতা বৃদ্ধি এড়ানোর জন্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

পৃথিবীব্যাপী বিশেষ অর্জন. এবং ক্ষমতা ফলাফল কৃতিত্ব নষ্ট হয় যেখানে একটি, বর্তমান পর্যায়ে সীমাবদ্ধ এবং কার্যক্রমে প্রভাবিত মৎস্য প্রয়োগ. দীর্ঘমেয়াদী ধারণক্ষমতা ফলাফল অর্জন হচ্ছে যেখানে, যুক্তরাষ্ট্র এবং আঞ্চলিক মৎস্য সাংগঠন তবুও দীর্ঘমেয়াদী ধারণক্ষমতা উদ্দেশ্য নষ্ট ক্ষমতা বৃদ্ধি এড়ানোর জন্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

৮। উপরে উদ্দেশ্য চারটি প্রধান কৌশল সম্পর্কিত কর্মের একটি সিরিজের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে:

ক. জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক মৎস্য সংগঠন গুলির মাছ ধরার ক্ষমতা এবং পর্যবেক্ষণ এর জন্য সামর্থ্য মূল্যায়ন, পরিচালনা ক্ষমতা ও তার উন্নতি সাধন;

খ। মাছধরা ক্ষমতা উপকূলীয় মৎস্যশিকার করতে জাতীয় পরিকল্পনা অবিলম্বে প্রস্তুতি করা এবং কর্ম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন এর কার্যকরভাবে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহন;

গ. আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে মাছ ধরার ক্ষমতার উন্নত পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক মৎস্য সংস্থার প্রক্রিয়া সুদৃঢ় করা;

ঘ. প্রধান আন্তঃ সীমান্তবর্তী, নোংগর করা জাহাজ, দূরসমুদ্রগামী মৎস্যশিকারী ও গভীর সমুদ্রগামী মৎস্যশিকারীদের জন্য অবিলম্বে জরুরী কর্ম ব্যবস্থা প্রয়োজন।

এই কৌশল কর্ম পরিপূরক মেকানিজমের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও উন্নতি করার জন্য প্রয়োগ করা হতে পারে: এর জন্য সচেতনতা বাড়ান, শিক্ষা প্রদান, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ও একসাথে কাজ করার প্রবনতা বাড়াতে হবে।

৯। মাছ ধরার ক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত মৎস্য কোড অফ কন্ডাক্ট উপর ভিত্তি করে এবং নিম্নলিখিত প্রধান নীতি ও পন্থা বিবেচনা করা হবে:

ক। অংশগ্রহণ: আন্তর্জাতিক মৎস্য কর্মপরিকল্পনা, আঞ্চলিক মৎস্য প্রতিষ্ঠানসহ অন্য উপযুক্ত আন্তঃসরকার সংস্থা, সঙ্গে সহযোগিতায়, বা এফ এওর মাধ্যমে হয় সরাসরি রাষ্ট্র দ্বারা বা অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা মধ্যে দিয়ে, প্রয়োগ করতে হবে। রাষ্ট্র এবং আঞ্চলিক মৎস্য সাংগঠন, এটি কার্যকর করতে উপযুক্ত যা ব্যবস্থা নেবে এবং তা বাস্তবায়ন নিয়ে যাওয়া কর্মের পদ্ধতি এফ এ ওঅবহিত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এফ এ ও তার বাস্তবায়ন সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য প্রদান করবে।

খ। বিকাশ বাস্তবায়ন: জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা ভিত্তিতে মাছ ধরার পরিচালনার ক্ষমতা নিম্নলিখিত তিনটি পর্যায়ক্রমের মাধ্যমে অর্জন করা উচিত:

মূল্যায়ন এবং পদ্ধতি নির্ণয়ের মাধ্যমে (প্রাথমিক বিশ্লেষণ ২০০০ সালের শেষ নাগাদ সম্পন্ন করা হবে), ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা গ্রহণ (প্রাথমিক পদক্ষেপ হতে ২০০২ এর শেষ নাগাদ সম্পন্ন করা হবে) এবং উপযুক্ত পর্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন এবং সমন্বয় দ্বারা গৃহীত মৎস্য শিকার ব্যবস্থা।

রাষ্ট্র এবং আঞ্চলিক মৎস্য সাংগঠন উল্লিখিত পরিপূরক ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে এই আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন কার্যক্রমে ২০০৫ সালের মধ্যে করা উচিত।

গ। (হোলিস্টিক) সামগ্রিক পদ্ধতি: মাছ ধরার ক্ষমতা পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জলের উভয় ক্ষেত্রর প্রভাবিত সমস্ত বিষয়গুলির বিবেচনা করা উচিত।

ঘ। সংরক্ষণঃ মাছ ধরার ক্ষমতা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ এবং মাছ স্টক টেকসই ব্যবহার এবং সতর্কতামূলক পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষা অর্জন করার জন্য ডিজাইন করা উচিত, অপ্রয়োজনীয় মাছ ধরা কমান, উপযুক্ত বর্জ্য নিয়ন্ত্রন এবং পরিবেশগতভাবে নিরাপদ মাছ ধরার চর্চা নিশ্চিত করার এবং সামুদ্রিক পরিবেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষা, মাছের বর্তমান আবাসস্থল ও বাসস্থান রক্ষার ওপর নজর রাখা বিশেষ ভাবে করা উচিত।

ঙ। অগ্রাধিকার: যে স্থানে অতি মৎস্য শিকার হচ্ছে সেখানে মাছ ধরার ক্ষমতা পরিচালনার ইতিমধ্যে দ্ব্যর্থহীনভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

চ। নতুন প্রযুক্তি: মৎস্য শিকার ক্ষেত্রে মাছ ধরার ক্ষমতা পরিচালনার পরিবেশগতভাবে শব্দ এবং নতুন প্রযুক্তির দ্বারা ডিজাইন করা উচিত।

ছ। গতিশীলতা: মাছ ধরার ক্ষমতা পরিচালনায় মাছ ধরার দক্ষ ব্যবহার উৎসাহিত করা এবং যখন গতিশীলতা এই ধারণক্ষমতাকে প্রভাবিত বা নেতিবাচকভাবে করে এবং অন্যান্য মৎস্য আর্থ-সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড এর উপর প্রভাব ফেলে সেক্ষেত্রে ধর্তব্যের সেই গতিশীলতাকে নিরুৎসাহিত করা উচিত।

জ। স্বচ্ছতা: এটি আন্তর্জাতিক অ্যাকশন পরিকল্পনার কোড অফ কন্ডাক্ট এর 6.13 ধারা অনুযায়ী একটি স্বচ্ছ পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে।

১০। আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন বিশেষ করে ধারা 5 উপর ভিত্তি করে করা উচিত । যার ফলে উন্নয়নশীল দেশের নিজস্ব মৎস্য বিকাশ সম্ভব এক্সেস এবং তাদের দূরসমুদ্র মৎস্যশিকার এর ক্ষমতা বৃদ্ধি, তাদের বৈধ অধিকার এবং এতে আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা আছে।

পার্ট ৩ - জরুরী পদক্ষেপ

অনুচ্ছেদ ১ : অ্যাসেসমেন্ট এবং মাছ ধরার ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ

মাছ ধরার ক্ষমতা পরিমাপঃ

১১।. রাষ্ট্রর মাছ ধরার ক্ষমতা পর্যবেক্ষণের জন্য এবং সংযুক্ত পরিমাপ সম্পর্কিত বিষয়এর মৌলিক দিক বুঝতে, জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে গবেষণা করা উচিত।

১২। রাষ্ট্রএর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত এফ এ ও সংগঠনের একটি প্রযুক্তিগত পরামর্শ সমর্থন করা উচিত যাতে মাছ ধরার ক্ষমতা পরিমাপের সংজ্ঞা এবং তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের জন্য প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা বলা হয়েছে। পরবর্তী পর্য্যায়ে এই আলোচনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল, জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে মাছ ধরার ক্ষমতা এবং বাড়তি মাছ ধরার ক্ষমতা প্রাথমিক মূল্যায়ন জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রদান করা উচিত।

প্রধান মৎস্য জাহাজ সম্পর্কিত মাছ ধরার ক্ষমতার একটি প্রাথমিক মূল্যায়নঃ

১৩। ২০০০ সালের শেষ নাগাদ রাষ্ট্রএর, জাতীয় পর্যায়ে, সব প্রধান মৎস্য fleets সম্পর্কিত মাছ ধরার ক্ষমতার একটি প্রাথমিক মূল্যায়ন স্থাপন করে এগিয়ে যাওয়া উচিত. এবং পর্যায়ক্রমে এই মূল্যায়ন আপডেট করা উচিৎ।

১৪। রাষ্ট্রএর ২০০১ সালের শেষ নাগাদ, জাতীয় মৎস্যশিকার এবং জাহাজের এর সনাক্তকরন করা উচিত সঙ্গে নিয়মানুগ জরুরী ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন এবং পর্যায়ক্রমে এসব হিসাব-নিকাশের আপডেট করা উচিৎ।

১৫। রাষ্ট্র একই সময় ফ্রেম মধ্যে আঞ্চলিক মৎস্য প্রতিষ্ঠানের , আঞ্চলিক পর্যায়ে মাছ ধরার ক্ষমতার প্রাথমিক মূল্যায়ন. (প্রাসঙ্গিক আঞ্চলিক মৎস্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বা যারা সহযোগিতায় উপযুক্ত হিসাবে তাদের সঙ্গে,) করবেন. এবং (এফএও সহযোগিতায়) গ্লোবাল পর্যায়ে. আন্তসীমাবর্তী মৎস্যশিকার, অত্যন্ত পরিযায়ী মৎস্যশিকার এবং দূরসমুদ্র মৎস্যশিকার, এবং নোংগর করা জাহাজসেইসাথে আন্তর্জাতিক মৎস্য fleet দের সনাক্ত এর ব্যবস্থা করবেন।

মাছ ধরার জাহাজ তথ্যর রেকর্ড স্থাপনঃ

১৬। মাছ ধরার জাহাজের তথ্য রেকর্ডের জন্য উপযুক্ত মান নির্নয়ে রাষ্ট্র এর এফ এ কে সমর্থন করা উচিত ।

১৭। রাষ্ট্রর মাছ ধরার জাহাজ এর যাবতীয় তথ্য, উপযুক্ত এবং জাতীয় সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্যর রেকর্ড. বজায় রাখা উচিত এবং প্রয়োজনে তা সকলের অবগতির জন্য প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে।

১৮। রাষ্ট্রর উচিত এফ এ ও দ্বারা নির্দেশিত মডেল অনুযায়ী গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জাহাজ একটি আন্তর্জাতিক রেকর্ড 2000 সালের শেষ নাগাদ তৈরী করা এবং আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ নিয়মের সঙ্গে সম্মতি ও পরিচালন ব্যবস্থা দ্বারা দূরসমুদ্র মাছধরা জাহাজ এর সঙ্গে সম্মতি চুক্তি (সম্মতি এগ্রিমেন্ট) করা।

অনুচ্ছেদ ২: জাতীয় পরিকল্পনা তৈরী ও বাস্তবায়নের প্রস্তুতিঃ

জাতীয় পরিকল্পনা ও নীতি উন্নয়ন

১৯। রাষ্ট্র, মাছ ধরার ক্ষমতা পরিচালনার বিকাশ এর উপর একটি জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেন। প্রসঙ্গতএতে মাছ ধরার ক্ষমতার বিভিন্ন রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উপর প্রভাব, নিরীক্ষণ করা হবে।

২০। রাষ্ট্র মাছ ধরার ক্ষমতা ধারাক্রমে নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন। এর কারন হবে মৎস্য সম্পদ এর ভারসাম্যহীনতা নিয়মিত পর্য্যবেক্ষন করা এবং তার উপায় জন্য সঠিকভাবে ব্যবস্থপনা নেওয়া।

২১। রাষ্ট্র, মাছ ধরার ক্ষমতা পরিচালনার জন্য জাতীয় পরিকল্পনার বিকাশ 2002 সালের শেষ নাগাদ গ্রহণ করতে পারেন এবং তা সকলের কাছে প্রকাশ করবেন এবং, প্রয়োজন হলে একটি টেকসই ভিত্তিতে রিসোর্স সামঞ্জস্য বজায় রাখা উপলব্ধ করার জন্য মাছ ধরার ক্ষমতা সঙ্গে মাছ ধরার ক্ষমতা হ্রাস এর ও ব্যবস্থা করবেন। রাষ্ট্রর মাছ স্টক মূল্যায়ন উপর ভিত্তি করে বিশেষ মনোযোগ প্রদান এর মাধ্যমে প্রয়োজন ভিত্তিক জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে করা উচিত যাতে অত্যধিক মতস্য শিকার মকাবিলা ও মাছ ধরার ক্ষমতা পরিচালনার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকে।

২২। রাষ্ট্র এর , জাতীয় পরিকল্পনার তৈরীর উপর বিবেচনায় করতে হবে যাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার লক্ষ্য পুরণ হয় সঙ্গে রাষ্ট্র এর জেলে সম্প্রদায়ের মাছ ধরার ক্ষমতা হ্রাস এর ক্ষতি নিয়ন্ত্রন করার জন্য কর্মসংস্থান ও জীবিকার বিকল্প উৎস সম্বন্ধে বিবেচনা করতে হবে।

২৩। রাষ্ট্র যখন দেখবেন যে মৎস্যশিকার ক্ষমতা পরিচালনা করার জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় নয়, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র মাছ ধরার ক্ষমতার ব্যাপারে মৎস্য ব্যবস্থাপনার একটি চলমান পদ্ধতি নিশ্চিত করবেন।

২৪। রাষ্ট্র অন্ততপক্ষে প্রতি চার বছরে, তাদের জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর্যালোচনা করবেন যাতে মাছ ধরার ক্ষমতা পরিচালনার কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য একটি আয় ও ব্যায়ের সামঞ্জস্যপুর্ণ বিধান নেওয়া যায়।

ভর্তুকি ও অর্থনৈতিক সুবিধাপ্রদান (ইনসেনটিভ)।

২৫। রাষ্ট্র মাছ ধরার ক্ষমতা পরিচালনার জন্য তাদের জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়,রাষ্ট্র সব কারণের সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ণ করবেন, বিশেষত তাদের মৎস্য শিকারের টেকসই ব্যবস্থাপনাএর উপর overcapacity অবদান, এবং তা রোধ করার জন্য ভর্তুকি সহ অন্যান্য ব্যবস্থাপনা যাতে এই ব্যবস্থাপনা একটি উৎপাদন এর উপর ইতিবাচক বা নিরপেক্ষ.প্রভাবফেলে।

২৬। যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশ ভর্তুকি ও অর্থনৈতিক ইনসেনটিভ কার্যক্রম কমাতে থাকবেন। যার ফলে অত্যধিক মাছ ধরার হেতু মেরিন লিভিং রিসোর্সেস ধারণক্ষমতা নষ্ট না হয় সঙ্গে artisanal মৎস্য শিকারিদের চাহিদা পুরণ হয়।

আঞ্চলিক বিবেচ্য বিষয়ঃ

২৭। রাষ্ট্র, যেখানে যথাযথ আঞ্চলিক মৎস্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহযোগিতা করবেন বা মাছ ধরার ক্ষমতা কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে অন্যান্য ব্যবস্থা এবং সহযোগিতা করবেন।

২৮। রাষ্ট্র এফ এ ও এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে মাছ ধরার ক্ষমতা কার্যকর ব্যবস্থাপনা উন্নতির নিশ্ানায় গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও তথ্য উৎপাদন ও শিক্ষামূলক উপাদান প্রস্তুত করবেন।

তৃতীয় ধারা : আন্তর্জাতিক বিবেচ্য বিষয়

২৯। রাষ্ট্রএর আন্তর্জাতিক চুক্তিতে অংশগ্রহণ বিবেচনা করা উচিত যা মাছ ধরার ক্ষমতা পরিচালনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত. এবং বিশেষ করে, এবং ১৯৮২ র ১০ই ডিসেম্বর ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন এবং ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত সমুদ্র আইন বিধান সম্মতি চুক্তি বিশেষ করে নোঙ্গর করা জাহাজের মাছ স্টক সংরক্ষণ এবং অত্যন্ত পরিযায়ী মাছ স্টক বাস্তবায়ন চুক্তি তে সম্মতি দেওয়া উচিৎ।

৩০। রাষ্ট্রের তাদের পদ্ধতি অনুযায়ী সব আঞ্চলিক মৎস্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্য বিনিময় এবং সহযোগিতার সমর্থন করা উচিত।

৩১।রাষ্ট্র তাদের দূরসমুদ্র মৎস্য শিকারে জড়িত জাহাজএর মাছ ধরার ক্ষমতা পরিচালনা করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে দূরসমুদ্র স্টকএর অতি মৎস্যশিকার রোধে মাছ ধরার ক্ষমতা হ্রাস এর জন্য উপযুক্ত সহযোগিতা প্রয়োগ করা উচিৎ।

৩২। রাষ্ট্র (যেখানে বর্তমান) সেখানের আঞ্চলিক মৎস্য সংগঠন মাধ্যমে এবং এফ এওর সহযোগিতায় দূরসমুদ্র এবং তাদের উপকূলীয় এলাকায় ক্যাচ উপর উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির উন্নতি করবে।

৩৩। রাষ্ট্রের তাদের সমস্যা মোকাবেলা করার প্রয়োজন স্বীকার করা উচিত বিশেষত যেসব রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে তাদের দায়িত্বগুলো পালন করে না বা তাদের মাছ ধরার জাহাজএর তথ্য রক্ষা করেনা এবং আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা লংঘন করে বা প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থা নিয়ম চলছে যে এমনভাবে কাজ করতে পারে যা তাদের জাহাজ উপর কার্যকরভাবে তাদের একতিয়ার এর বাইরে এবং নিয়ন্ত্রণলাগু করেনা। রাষ্ট্রএর বহুপাক্ষিক সহযোগিতা সমর্থন করা উচিত সেই সব রাষ্ট্রএর মাছ ধরার ক্ষমতা পরিচালনা করতে আঞ্চলিক প্রচেষ্টায় অবদান করা উচিৎ।

৩৪। রাষ্ট্রকে আঞ্চলিক মৎস্য সংস্থা বা ব্যবস্থাপনার সদস্য হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা উচিত, বা এই ধরনের সংগঠন বা তাদের জাহাজ ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে সম্মত হওয়া উচিৎ।

৩৫। রাষ্ট্রকে , এফ এ ও সহায়তায়, আঞ্চলিক মৎস্য দ্বারা প্রতিষ্ঠান গৃহীত সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা উন্নতি করতে হবে। যারা মেনে চলে না এমন জাহাজদের মাছ ধরার কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য বিনিময় ও ব্যবস্থার সম্মতি চুক্তিকরতে হবে যা ধারা ৬ এর বলা আছে।

৩৬। সম্মতিচুক্তি বলবত্ এই অনুমান করে রাষ্টএর উচিত যে চুক্তির তৃতীয় ধারার বিধান প্রয়োগ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করা।

৩৭। রাষ্ট্রএর অধিক্ষেত্র ক্ষমতা অন্য রাজ্যেকে কোন হস্তান্তর করা হবে না তা নিশ্চিত করা উচিত ও রাজ্যর আনুষ্ঠানিক অনুমোদন ছাড়া এক্সপ্রেস সম্মতি প্রদান করা হবে না।

৩৮। রাষ্ট্র, তাদের পতাকা উড্ডীন জাহাজ হস্তান্তর অনুমোদন দূরসমুদ্র এলাকার অধীনে মাছ শিকারে দায়ী অন্য পতাকা রাষ্ট্রের মধ্যে এড়িয়ে চলবেন কারন এই হস্তান্তর কোড অফ কন্ডাক্ট এর বিধি বহির্ভুত।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: প্রয়োজন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মৎস্যশিকার ব্যবস্থার জন্য অবিলম্বে জরুরী কর্ম ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩৯। রাষ্ট্রএর, আন্তর্জাতিক মৎস্যশিকারের জন্য মাছ ধরার ক্ষমতা পরিচালনার মোকাবিলার দ্রুত পদক্ষেপ অগ্রাধিকার দিয়ে গ্রহণ করা উচিত। উল্লেখযোগ্যভাবে যেখানে অত্যধিক মৎস্যশিকার করা হয়, যা অত্যন্ত পরিযায়ী জাহাজ দ্বারা দূরসমুদ্র এর ও transboundary স্টক এর শিকার করেন।

৪০। রাষ্ট্রএর উচিত তাদের নিজ নিজ পরিকাঠামোর ক্ষমতা অনুযায়ী পৃথকভাবে, দ্বিপাক্ষিক ভাবে বা বহূপাক্ষিকভাবে জাহাজের সংখ্যা কমাতে চেস্টা করা যাতে মতস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা করা যায়। এই প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিধান ছাড়াও অতিরিক্ত মৎস্যশিকারে স্টক পুনঃস্থাপন বিবেচনা করা উচিৎ, যথাঃ

১. অত্যধিক মৎস্যশিকার স্টক এবং স্টক ধারণক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক টেকসইতার সাথে ক্ষতিগ্রস্থ জাহাজগুলির অর্থনৈতিক গুরুত্ব সঙ্গতি রেখে একটি স্তরে এই সীমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন , এবং

২. ধারণক্ষমতার বেশি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত করা বা শোষিত মৎস্য উপর স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণ এর মাছ এর যথাযথ ব্যবহার এর বিবেচনার শর্ত গ্রহণ।

পার্ট ৪ – বাস্তবায়ন এর পদ্ধতি উন্নয়ণঃ

৪১। মাছ ধরা্র ক্ষমতা পরিচালনার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে এবং আয় ও ব্যায়ের সামঞ্জস্য পুর্ণ সুবিধা প্রয়োজন সম্পর্কে মাছধরার রদবদল এর উপর রাষ্ট্রএর উচিৎ জাতীয়, আঞ্চলিক এবং সারা বিশ্বের স্তরে. একটি তথ্য প্রোগ্রাম গ্রহন করা ।

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগিতা

৪২। রাষ্ট্রএর, মাছ ধরা ও প্রচার ক্ষমতা পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত তথ্য আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ফোরামে ব্যবহার করে তার পৃথিবীব্যাপী প্রাপ্যতা বিনিময়ের সমর্থন করা উচিত।

৪৩। রাষ্ট্রএর প্রশিক্ষণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ সমর্থন করা উচিত। উন্নয়নশীল দেশ সমূহে, আর্থিক কারিগরী ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা বিবেচনা করা উচিত বিশেষ করে মাছ ধরা ক্ষমতা পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে।

রিপোর্টিং

৪৪। রাষ্ট্র মাছ ধরার ক্ষমতা পরিচালনার মূল্যায়ন, উন্নয়ন ও অগ্রগতি এফ এ ও কে রিপোর্ট করা উচিত। মাছ ধরার ক্ষমতা পরিচালনায় তাদের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে তাদের আচরণবিধি. তাদের দ্বিবার্ষিক এফ এ ওর প্রতিবেদনের অংশ হিসেবে প্রকাশ করা উচিত।

এফ এ ও র ভূমিকা

৪৫। এফ এ ও, তার সম্মেলন নির্দেশ অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক সব তথ্য ও খবরাখবর রাষ্ট্র এর থেকে সংগ্রহ করবেন, বিশেষত যা অতি মৎস্য শিকারের অবদান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় এবং একটি লক্ষ্যের ভিত্তি আরও বিশ্লেষণের কারন হিসাবে পরিবেশন করা হতে পারে। প্রসঙ্গতযেমন অতি মৎস্য শিকারের অবদান যা অস্থিতিশীল মৎস্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে, ইনপুট ও আউটপুট নিয়ন্ত্রণ অভাব, এবং ভর্তুকির প্রয়োজন।

৪৬। এফ এ ও মাছ ধরা ক্ষমতা পরিচালনার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে রাষ্ট্রকে সমর্থন করবে যা তাদের সম্মেলন নির্দেশ এ বলা হয়েছে ও তার নিয়মিত কর্মসূচির কার্যক্রম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

৪৭। এফ এ.ও তার সম্মেলন নির্দেশ হিসাবে নিয়মিত কর্মসূচির নির্দিষ্ট অর্থায়নে, রাষ্ট্রকে কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে মাছ ধরা ক্ষমতা পরিচালনার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন সমর্থন করবে। এবং এই উদ্দেশ্য সংস্থার জন্য উপলব্ধ করা-অতিরিক্ত বাজেট তহবিল ব্যবহার করবে।

৪৮। এফ এ ও, সি.ও.এফ.আইর মাধ্যমে, রাজ্যের আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এর অগ্রগতি উপর দ্বি বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করবে।

আন্তর্জাতিক কর্ম পরিকল্পনার নির্দেশিকা রাষ্ট্রর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি স্বেচ্ছা নির্দেশিকা হিসাবে বিবেচিত। প্রতিটি আন্তর্জাতিক কর্ম পরিকল্পনার নির্দেশিকার নথি বাস্তবায়নে আশা করা হয় যে রাষ্ট্র কার্যক্রম প্রস্তুত করবে এবং তা চালাবে যথা একটি জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য কি কি সমস্যা বিদ্যমান তার মূল্যায়ন এবং সেইসাথে জাতীয় রিভিউ পদ্ধতি এবং তার রিপোর্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতির প্রস্তুত করা। প্রতিটি কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তারিখগুলি ও নির্দেশিকায় নির্দেশিত করা হয়েছে।

Translated and Printed by the Bay of Bengal Programme
Inter-Governmental Organisation
December 2014